দ্বিতীয় অংশ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় - শিক্ষণবিজ্ঞান

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ	
অধ্যায় ২	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম	
অধ্যায় ৩	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন– শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	
অধ্যায় ৪	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক শিখন সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ	
অধ্যায় ৫	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানো পরিকল্পনা	
অধ্যায় ৬	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিখন মূল্যায়ন (এসেসম্যান্ট)	

অধ্যায় ১

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিখন-শেখানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণত রাষ্ট্রের জাতীয় আদর্শ, ধ্যান-ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নির্ধারিত বিষয়ের শিখন-শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে সহায়তা দেয়া হয়। সে অনুসারে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়টির শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, "মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।"(জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,পৃ:১)

উপর্যুক্ত মূল উদ্দেশ্যের আলোকে শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য, ৩০টি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও নীতিগত তাগিদ নির্ধারিত হয়েছে। শিক্ষানীতির এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্তত ১২টিতে সরাসরিভাবে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শিক্ষার উপাদান স্থান পেয়েছে। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক জ্ঞানের বিকাশ এবং সামাজিক ও নাগরিক কাজে অংশগ্রহণের দক্ষতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা, গণতান্ত্রিক বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও বহুবিধ মূল্যবোধ উন্নয়নে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষার তাৎপর্য গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিগত তাগিদসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।
- মাদকজাতীয় নেশাদ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের দেশের 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 'সোশ্যাল স্টাডিজ'এর প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রায় একই ধরনের। দেশে দেশে বিষয়টির নামকরণে পার্থক্য দেখা গেলেও এটি শিখন-শেখানোর প্রায় অভিন্ন কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। সোশ্যাল স্টাডিজ নিয়ে কাজ করেন এমন পন্ডিতদের একটি একাডেমিক সংগঠন হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্য সোস্যাল স্টাডিজ'(The National Council for the Social Studies, NCSS)। এই সংগঠনটি এবং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও সামাজিক বিজ্ঞানী (যেমন, মরিসেট এবং হা'স ১৯৮২) সোশ্যাল স্টাডিজ শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন। এই উদ্দেশ্যের আলোকে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শিখন-শেখানোর উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো−

১. **ধারণা সংগঠন :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এর মৌলিক বিষয়বস্তুর ধারণা সংগঠন ও উপলব্ধির বিকাশ এবং তা প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। যেমন−পরিবারের ধারণা বা পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন ও অনুশীলন সামর্থ্যের বিকাশসাধনে সহায়তা করা।

২. **সামাজিক বাস্তবতার জ্ঞানভিত্তিক ধারণা উন্নয়ন :** সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রশংসা করার

সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা। উদাহরণস্বরূপ: পরিবার, বিদ্যালয়, এলাকা, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনের উপলব্ধি বিস্তৃত করা।

৩. **সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা এবং সামর্থ্যের উন্নয়ন :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এর তথ্যাবলি উপলব্ধি ও ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। ব্যাপক অর্থে, একটি কার্যকর সামাজিক জীবনের জন্য যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো।

৪. **মূল্যবোধের বিকাশসাধন :** একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস এবং কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মূল্যবোধ অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। যেমন–মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ন্যায়বোধ, বৈষম্যহীনতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতান্ত্রিক চেতনা, পরমতসহিষ্ণুতা, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ইত্যাদি। একই সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভূমিকা পালনের জন্য তাদের আবশ্যকীয় মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করা। যেমন–আন্তর্জাতিক সমঝোতা বা সহমর্মিতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি।

৫. **বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা:** একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বা বহু-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় সহায়তা করা। সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রথা এবং আচার-আচরণের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল, প্রশংসামূলক ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশসাধন করা।

৬ .**বৈশ্বিক নাগরিক মনোভাব গঠন:** বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীদের তাদের কাজের এবং অন্যের ওপর সেই কাজের প্রভাবের দায়িত্বশীলতার চেতনা অর্জনে সহায়তা করা।

৭. **পরিবর্তনশীলতা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার সামর্থ্যের উন্নয়ন :** শিক্ষার্থীদের বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম করতে সহায়তা করা। এ বিষয়টি শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা।

৮. **আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জন :** শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা। কায়িক শ্রমসহ যেকোনো সৎ পেশার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি ও তা গ্রহণ করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন–বনায়ন কার্যক্রম, মৎস্য চাষ, পশুপালন , কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কাজ, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক কাজ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি বিষয়ের শিখন-শেখানোর নিজস্ব কতগুলো বিশেষত্ব থাকে, যা উক্ত বিষয়ের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে সহায়তা দান করে। তেমনি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির শিখন-শেখানোরও কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে , যা নিম্নরূপঃ

১. **বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্যঃ** 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এর এক একটি পাঠের বৈশিষ্ট্য অন্য পাঠের বৈশিষ্ট্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই আলাদা হয়। তবে বিষয়টি সমন্বিত হওয়ায় কোন কোন পাঠের বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন বিষয়ের উপাদান সংযুক্ত থাকে। কাজেই, শিক্ষক বিষয়বস্তুর এরূপ বৈশিষ্ট্যাবলি সম্যকভাবে উপলব্ধি করবেন। তার আলোকে সামগ্রিক শিখন-শেখানো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবেন।

২. **যথাযথ শিখন-শেখানো কলাকৌশল প্রয়োগঃ** বালাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ বিষয়ের শিক্ষকের মানসম্মত পেডাগোজিক্যাল কন্টেন্ট নলেজ (Pedagogical Content Knowledge) ।এর মাধ্যমেই নির্দিষ্ট পাঠের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষক যথাযথ শিখন-শেখানো কলাকৌশল নির্বাচন করে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

৩. **নির্দেশনা সামগ্রীর প্রকৃতিঃ** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিখন-শেখানোর সফলতা নির্দেশনা সামগ্রীর প্রকৃতির ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক নির্দেশিকা হলো প্রধান প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী। বিভিন্ন রেফারেন্স বই, জীবনী গ্রন্থ, সংবাদপত্র ইত্যাদি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে সহায়ক সামগ্রী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন ওয়েবসাইট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হতে পারে। এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত নির্দিষ্ট শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক শিখন-শেখানোর জন্য প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সঙ্গত কারণেই পাঠ্যপুস্তকের পরিসর একটি নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। ফলে এতে উপস্থাপিত তথ্য, ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদিও পরিমিত হয়। আবার, চলতি ঘটনাবলির বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তকে আসে না। অথচ তার অনেক কিছুই শিক্ষার্থীদের অবহিত না করলে তাদের শিখনে অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে। তাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানো সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার আলোকে বিভিন্ন প্রকৃতির শিখন সামগ্রীর কার্যকর ব্যবহারের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়।

৪. **শিক্ষার্থীদের শিখন পারদর্শিতাঃ** শিক্ষার্থীদের ফলপ্রসূ শিখনের ক্ষেত্রে তাদের শিখন পারদর্শিতা তথা সামর্থ্য, আগ্রহ, ধারণ বা গ্রহণ ক্ষমতা, চাহিদা ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব আছে। তাই শিক্ষকের শিখন-শেখানো পরিকল্পনা ও অনুশীলনে তাদের এসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। এছাড়া তাদের বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. **পরিকল্পনার নির্দেশনাঃ** শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনার নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীর ধরন, পাঠের বিষয়বস্তু, শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত শিখনফল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। একজন শিক্ষকের সঠিক পরিকল্পনার উপরই নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষে কতটুকু কার্যকরভাবে শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়িত হবে। এজন্য পরিকল্পনার নির্দেশনা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৬. **মূল্যায়ন:** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর আরেকটি দিক হলো এর মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য শিখনের প্রকৃতি অনুযায়ী কী ধরনের টুলস্ কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার নির্দেশনা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

'বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শিখন-শেখানোর তাৎপর্য

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই এর তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। প্রাথমিক স্তরে শিশুদের সামাজিক সত্তার বিকাশ সাধন, নাগরিক দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করানো এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নাগরিক দক্ষতা তথা জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াসমূহ এবং গণতান্ত্রিক স্বভাব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরিণত সামাজিক ও নাগরিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের এ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধকরণে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি শিখন শেখানোর তাৎপর্য অপরিসীম। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ের শিক্ষকগণকে বিষয়টির শিখন শেখানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি সমন্বিত বিষয় হওয়ায় এটি শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষকের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোশ্যাল স্টাডিজ শিক্ষকদের পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান National Council for the Social Studies (NCSS)সোশ্যাল স্টাডিজ শিক্ষাক্রমের যে রূপরেখা দিয়েছে তাতে এ বিষয়টি শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি প্রতিফলিত হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' শিক্ষকের জন্যও প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় এসব বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো−

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়'শিখন-শেখানো শক্তিশালী তথা মানসম্মত হওয়ার জন্য প্রয়োজন -

১. **অর্থপূর্ণ শিখন-শেখানো:** শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। তাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের একজন সফল শিক্ষকের এ বিষয়টির প্রধান প্রধান প্রত্যয় ও ধারণাসমূহের গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় । শিক্ষককে বিষয়বস্তুগত প্রতিটি ধারণাই অর্থপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগত বিস্তৃতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের ইস্যুসমূহ সম্পর্কে প্রস্তুত করে তোলার জন্য শিক্ষককে গভীর ও চিন্তাশীল অনুধাবনের অধিকারী হতে হবে।

২. সমন্বিত শিখন-শেখানো: বিষয়বস্তুকে সংশ্লিষ্ট সকল প্রেক্ষাপটের আলোকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা, যাতে ঐ বিষয়ে তাদের সামগ্রিক শিখন হয়। তা না হলে শিক্ষার্থীদের শিখন হতে পারে খণ্ডিত বা আংশিক। বিষয়বস্তুর এ সমন্বিত উপস্থাপন সংশ্লিষ্ট থিম (Theme) বা ধারণাসমূহের যোগসূত্রকে গতিশীল করে, অধিকতর অর্থপূর্ণ করে। উদাহরণস্বরূপ- ইতিহাসের বিষয়বস্তু পড়াতে গিয়ে কোন সময়ে কোন স্থানে কোন অবস্থায় ঘটনাটি ঘটেছে, ঐ স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ সেই ঘটনার ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল, তখনকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল, সাধারণ মানুষ ঘটনাটিকে কীভাবে দেখেছিল ইত্যাদি সামগ্রিক প্রেক্ষিতের অবতারণা শিক্ষার্থীদের শিখনে সমগ্রতা প্রদানে সহায়ক হয়। আবার, সংস্কৃতি বিষয়টি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সময়, ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা; মানুষ, স্থান ও পরিবেশ; নাগরিক আদর্শাবলি ও অনুশীলন প্রভৃতি ধারণার উপলব্ধিও প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষার্থীদের শিখনকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়বস্তু সমন্বিতভাবে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে ব্যবহারের দক্ষতা শিক্ষকের থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. মূল্যবোধভিত্তিক শিখন-শেখানো : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানোর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথভাবে প্রতিশ্রুতিশীল করে গড়ে তোলা। এছাড়াও সত্যবাদিতা, সাম্যবোধ, ন্যায়বোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, মানবাধিকার, মতামতের স্বাধীনতা, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সৌজন্যবোধ অর্জনে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীদের এসকল মূল্যবোধ বিকাশের উদ্দেশ্য হলো পরিবার, বিদ্যালয়, এলাকা, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসকল প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করার জ্ঞান,দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিক্ষকের অবশ্যই থাকতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন-শেখানো যথার্থ ও কার্যকর হবে।

৪. গণতান্ত্রিক শিখন-শেখানো : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাতাত্ত্বিক এবং শিখন বৈচিত্র্য বজায় রেখেই শ্রেণিকক্ষে তাদের একীভূতকরণের ওপর অর্থাৎ ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের’ ওপর জোর দেবেন। সাধারণত শিক্ষার্থীদের গোত্র, জাতিসত্তা, ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ, বিশেষ শিখন চাহিদা এবং অপরাপর শিক্ষামূলক ও ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে চর্চা করার গণতান্ত্রিক লক্ষ্য মূর্তরূপে প্রকাশ পাবে যদি শিক্ষক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণিকক্ষকে গণতন্ত্রের গবেষণাগার হিসেবে তৈরি করতে সমর্থ হন।

৫. প্রতিকূলতা মোকাবেলা সহায়ক উন্নয়নমূলক শিখন-শেখানো: একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের প্রতিনিয়ত নানা অপ্রত্যাশিত প্রতিকলূতা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। একটি উন্নত ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদের অবস্থান মজবুত করতে হলে শিশুদের মধ্যে এই প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার দৃঢ় মনোভাব

গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের এই মনোভাব গড়ে তুলতে শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষককে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন-শেখানো: শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জন, দক্ষতা অর্জন, মূল্যবোধ সঞ্চার ও চ্যালেঞ্জিং মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সকল ক্ষেত্রেই শিখনে তাদের সক্রিয়তা অত্যাবশ্যক। এ জন্য শিখন-শেখানোতে এমন সব শিক্ষামূলক কাজ শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে সকল শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। শিক্ষক যত বেশি কাজে তাদের অংশগ্রহণ করিয়ে শেখাবেন, তাদের শিখন তত বেশি টেকসই হবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যাবলিকে শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করতে উক্ত বিষয়ের শিক্ষকগণকে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করে সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে তা অনুশীলন করতে হবে।

অধ্যায় ২

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রারম্ভিক ধাপ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরির প্রস্তুতি গ্রহণের প্রাথমিক সোপান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা । এ স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হলো- 'আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে আজীবন শিখনের ভিত্তি রচনা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো।'এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট উপাদান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় স্থান পেয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও শিখন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি

প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের মূলনীতিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-

ক.পরিবারের সম্পৃক্ততা,

খ.স্কুল সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান,

গ. দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখন,

ঘ.একীভূততা,

ঙ. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ,

চ. পরিবেশ বান্ধবতা ও

ছ. সম্পর্ক

শিক্ষাক্রমের মূলনীতিগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ স্তরের জন্য যে ৮টি শিখনক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে ক) **সামাজিক ও আবেগিক,** খ) **পরিবেশ** প্রত্যক্ষভাবে এবং গ) **স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা** বিষয়ক ক্ষেত্র পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন ঘটেছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি

ক) আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ) শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা।

গ) শিশুকে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।

ঘ) নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার, কৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এর চর্চায় উৎসাহিত করা।

ঙ) নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতি-নীতি বিকাশে সহায়তা করা।
চ) স্বাস্থ্যসচেতনতা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা।
ছ) শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা এবং নিজের কাজ নিজে করতে উদ্বুদ্ধ করা।
জ) আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা।
ঝ) শিশুকে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভাগাভাগি করতে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা ।
ঞ) শিশুকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী করে তোলা ও মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' সংশ্লিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
২.১ সামাজিক রীতি মেনে বড়দের সাথে যোগাযোগ ও আচরণ করতে পারা।	২.১.১ বড়দের সালাম-আদাব দেওয়ার অভ্যাস গঠন করবে। ২.১.২ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে। ২.১.৩ শিক্ষক ও বড়দের সাথে ভাব বিনিময় (কথা বলা, অনুভূতি প্রকাশ করা) করতে পারবে।
২.২ বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পারা।	২.২.১ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে। ২.২.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবে। ২.২.৩ বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধু তৈরি করতে পারবে (বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে) এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে।
২.৩ সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.৩.১ নেতৃত্ব মেনে চলতে পারবে। ২.৩.২ নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন ও প্রদর্শন করতে পারবে। ২.৩.৩ ছোটখাট দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবে। ২.৩.৪ মতের ভিন্নতা মেনে নেওয়ার মনোভাব দেখাবে। ২.৩.৫ সহপাঠীদের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে। ২.৩.৬ পছন্দ ও অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে। ২.৩.৭ সহযোগিতা ও ভাগাভাগির (শেয়ারিং) মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে। ২.৩.৮ বাড়ি, শ্রেণি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে। ২.৩.৯ অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবে। ২.৩.১০ প্রয়োজনে অন্যকে সহযোগিতা করতে ও অন্যের সহযোগিতা চাইতে পারবে। ২.৩.১১ জাতীয় সম্পদের প্রতি যত্নশীল হবে।
২.৪ আত্মসচেতন হওয়া, আত্ম নিয়ন্ত্রণ করা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৪.১ নিজের আবেগ অনুভূতি (যেমন : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, ভয়, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি) স্বাভাবিকভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবে। ২.৪.২ নিজের সম্পর্কে অন্যকে বলতে পারবে। ২.৪.৩ নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে। ২.৪.৪ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে এবং তা পালন করতে পারবে। ২.৪.৫ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করতে পারবে। ২.৪.৬ যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারবে । ২.৪.৭ কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে পুরো নির্দেশনা শুনবে।
২.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	২.৫.১ ভুল করলে বা কাউকে কষ্ট দিলে দুঃখ প্রকাশ করবে। ২.৫.২ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে। ২.৫.৩ ভালো কাজের প্রশংসা করতে পারবে।
২.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা।	২.৬.১ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানবে এবং জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে। ২.৬.২ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে। ২.৬.৩ জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে। ২.৬.৪ জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। ২.৬.৫ সামাজিক ও লোকজ বিভিন্ন উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। ২.৬.৬ জাতীয় ও স্থানীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, ফল-মূল চিনবে ও এ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবে। ২.৬.৭ স্থানীয় খেলায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
৬.১ পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারা।	৬.১.১ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (যেমনঃ ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, যানবাহন, মাটি, পানি ইত্যাদি) চিনতে ও নাম বলতে পারবে। ৬.১.২ ফসলের ক্ষেত, নদী, পাহাড়, বন, সমুদ্র চিনতে পারবে। ৬.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা যেমন বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারবে। ৬.১.৪ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র চিনবে এবং এগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে। ৬.১.৫ পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয়দের (মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু, ফুপু-ফুপা) সম্পর্কে বলতে পারবে। ৬.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণীর (৩টি) সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে। ৬.১.৭ বৈশিষ্ট্যের আলোকে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের পার্থক্য করতে পারবে। ৬.১.৮ দিনের বিভিন্ন অংশ (সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত) আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।
৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারা	৬.২.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে। ৬.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। ৬.২.৩ গাছ-পালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল হবে।
৮.২ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।	৮.২.১ বিপজ্জনক বস্তু বা বিপদের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে, যেমন, আগুন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ঔষধ, কীটনাশক, ভাঙ্গা গ্লাস, ছুরি, কাঁচি, দা, দেয়াশলাই, ডোবা, পুকুর, নদী-নালা, গাছে উঠা ইত্যাদি। ৮.২.২ নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সাঁতার কাটতে উৎসাহিত হবে। ৮.২.৩ নিরাপত্তাজনিত সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে পারবে এবং রাস্তা, গাড়ি বা বাইরে চলাচলের সময় তা মেনে চলতে পারবে। ৮.২.৪ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কার কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া যেতে পারে তা শনাক্ত করতে পারবে এবং সহায়তা চাইতে পারবে। ৮.২.৫ অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু (চকলেট, খেলনা, টাকা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে না ও অপরিচিত কারো সাথে যাবে না। ৮.২.৬ প্রতিকূল পরিস্থিতি বুঝে সে অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করবে। ৮.২.৭ হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ বুঝতে পারবে এবং মা-বাবা/ অভিভাবক/ শিক্ষককে জানাতে পারবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত শিখনফলসমূহ অর্জনের নিমিত্তে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। বছরব্যাপি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন কাজসমূহকে তাদের ধরনের উপর ভিত্তি করে মোট ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কাজসমূহ হলো;

১. পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ
২. ব্যায়াম
৩. সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, গল্প, অভিনয়, চারু কাজ ও কারু কাজ)
৪. ভাষার কাজ (শোনা-বলা, পড়া : প্রাক-পঠন, লেখাঃ প্রাক-লিখন)
৫. গণিতের কাজ (প্রাক-গানিতিক ধারণা, সংখ্যার ধারণা, যোগ ও বিয়োগের ধারণা)
৬. খেলা (ইচ্ছেমত খেলা ও নির্দেশনার খেলা)
৭. অন্যান্য কাজ (পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ও প্রজেক্ট ওয়ার্ক)
৮. সমাপনী কাজ ।

(প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক সহায়িকায় কাজসমূহের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু বিষয়ভিত্তিক নয়, কাজভিত্তিক তাই ডিপিএড শিক্ষাক্রমে পেশাগত শিক্ষা প্রথম খন্ড, বাংলা, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণ বিজ্ঞান তথ্য পুস্তিকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য কাজের বিবরণে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান।

অন্যান্য কাজের বিবরণ:

পরিবেশ	বিজ্ঞান	প্রযুক্তি	স্বাস্থ্য	নিরাপত্তা	সমাপনী কাজ	প্রজেক্ট ওয়ার্ক
- যা নিয়ে আমাদের পরিবেশ - আমার প্রিয় জিনিসগুলো - ফসলের মাঠ, নদী, পাহাড়,বন, সাগর - আমার কাছের মানুষগুলো - আমার প্রিয় প্রাণী - আমার সারা দিন : দিনের বিভিন্ন অংশ - গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকাল - বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প - বাড়ি ও বিদ্যালয় রাখবো পরিচ্ছন্ন - গাছপালা ও পশুপাখি আমার বন্ধু	- কি হচ্ছে -কেন হচ্ছে -রৌদ্র ছায়ার খেলা - ভাসা ডোবার খেলা - বাতাসে পাতা নড়ে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় - সুইচ টিপলে বাতি জ্বলে - জড় ও জীব - উদ্ভিদ ও প্রাণী	-সাধারণ সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি -ঘুরে বেড়াই যানবাহনে -প্রচলিত ও পরিচিত প্রযুক্তি -আমরা সবাই কাছাকাছি	-আমার শরীর -দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বিষয়ক কথকতা -হরেক রকম খাবার দাবার -নিরাপদ পানি -খাবার আগে ও পরে বিশ্রাম -অসুস্থতা	-নিরাপত্তা -সাঁতার -পথ চলি নিয়ম মনে -রাস্তা পারাপারের খেলা -বিপদে আমি ভয় করি না -হয়রানি ও নির্যাতনমূলক আচরণ	-উল্লেখযোগ্য কাজ নিয়ে আলোচনা -শিশুদের থেকে জানা -শিশুদের হাজিরা -শ্রেণিকক্ষ গুছিয়ে রাখা -হাত ধোয়া -বিদায় জানানো	-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ -বীজের অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া -আমাদের পছন্দের ফুল, ফল, সবজি ও মাছ

নিম্নে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে একটি করে নমুনা শিখন-শেখানো পদ্ধতির বিবরণ দেয়া হলো।

পরিবেশ

নমুনা কাজ : (ক) যা নিয়ে আমাদের পরিবেশ

উপকরণ : আমার বই, ফ্লিপ চার্ট।

শিখন -শেখানো পদ্ধতি :

- শিশুদের গোল হয়ে বসতে বলবেন। অতঃপর তাদের বলবেন " আজ আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী জিনিস আছে তা দেখবো"।
- এ কাজের জন্য শিশুদের সবাইকে বাইরে নিয়ে যাবেন। খেয়াল রাখতে হবে শিশুরা যেন খুব বেশি দূরে না যায় এবং ছুটাছুটি না করে। শিশুরা প্রত্যেকে আশেপাশে যা কিছু দেখেছে তা মনে রাখতে বলবেন। দেখা শেষ হলে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।
- এবার শিশুদের বলবেন তোমরা যা কিছু দেখেছ তা একজন একজন করে বলো। শিশুদের উত্তর বোর্ডে লিখে একটি তালিকা তৈরি করবেন। তালিকাটি শিশুদের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাবেন।
- এবার প্রথমে আমার বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠার চিত্র আমার পরিবেশ, গ্রাম ও শহর এবং পরে চার্ট এর পৃষ্ঠা ১, ২, ৩ ও ৭ প্রদর্শন করে আশেপাশের গাছপালার পাশাপাশি মাছ, পশুপাখি, সূর্য, চাঁদ যানবাহন, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মাটি, পানি ও বাতাস যে আছে তা মুখে বলতে বলবেন।
- বিদ্যালয়ের শিশুরা যা দেকেছে তার একটি করে ছবি আঁকতে বলবেন। আঁকা শেষে ছবি দেয়ালে লাগানো কাগজে আঠা দিয়ে লাগাতে বলবেন। এভাবে একটি বড় পোস্টার তৈরি করতে বলবেন। পোস্টারটি দেয়ালে ঝুলিয়ে দিবেন।

প্রযুক্তি

নমুনা কাজ নং: (খ) ঘুরে বেড়াই যানবাহনে

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, ফ্লাস কার্ড।

শিখন- শেখানো পদ্ধতি :

- শিক্ষক প্রত্যেক শিশুর নাম ধরে জিজ্ঞেস করবেন- শিশুদের নানা/দাদা/মামার বাড়ি কোথায়? সেখানে তারা কিসে চড়ে বেড়াতে যায়? শিশুদের উত্তরগুলো শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন।
- শিক্ষক বলবেন- এবার আমরা একটা মজার অভিনয় করব। শিক্ষক যখন বলবেন রেলগাড়ি চড়ে মামারবাড়ি যাই, তখন শিশুরা বলবে হুইসেলের শব্দ দিয়ে অভিনয় করে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে। এভাবে মোটর সাইকেলে নানাবাড়ি যাই, নৌকায় করে দাদাবাড়ি যাই, রিকশায় চড়ে চাচাবাড়ি, সাইকেলে চড়ে ফুফুবাড়ি, প্লেনে চড়ে খালাবাড়ি যাই বলবে এবং শিশুরা অভিনয় করবে। সবার অভিনয়ের পর শিক্ষক হাত তালি দিয়ে শেষ করবেন।
- ফ্লিপ চার্টের পৃষ্ঠা ৭ (যানবাহন) শিশুদের নিকট উপস্থাপন করবেন ও আলোচনা করবেন।
- শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। বিভিন্ন যানবাহনের কার্ডগুলো আগে থেকে আলাদা করে রাখবেন। দলে বসে স্থল, জল ও আকাশ পথের যানবাহনগুলো আলাদা করতে দিবেন। দলের কাজে সহযোগিতা ও প্রশংসা করবেন।
- শিশুদেরকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করবেন। শিক্ষক শিশুদের দলনেতাকে কাগজ এবং পেন্সিল বিতরণ করতে বলবেন। শিশুদের সবচেয়ে পছন্দের যানবাহনের ছবি আঁকতে বলবেন এবং রং করে উপস্থাপন করতে বলবেন।

নিরাপত্তা

নমুনাকাজ নংঃ (ঘ) রাস্তা পারাপারের খেলা

উপকরণ : আমার বই এবং ফ্লাস কার্ড (ট্রাফিক সিগনাল)।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি :

- শিশুদের ৪টি দলে ভাগ করবেন। ৪টি দলের নামকরণ করার ক্ষেত্রে প্রথম দলের নাম **লাল,** দ্বিতীয় দলের নাম **সবুজ,** তৃতীয় দলের নাম **সাদা** এবং শেষ দলের নাম **হলুদ** করা যেতে পারে।
- শিশুদের সহযোগিতা নিয়ে সংযুক্ত চিত্র (পৃ.১৫) অনুযায়ী চক দিয়ে শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে রাস্তার চিত্র আঁকবেন।
- বিভিন্ন দলের জন্য চিত্রে নির্ধারিত স্থানে শিশুদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবেন।
- দলগুলোকে নিচের গন্তব্যস্থল জানিয়ে দিবেন।
    - লাল দল - হাসপাতাল
    - সবুজ দল - বাস স্টান্ড
    - সাদা দল-বাজার
    - হলুদ দল - বিদ্যালয়
- শিশুরা সারিবদ্ধভাবে রাস্তার নিয়ম-কানুন মেনে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান থেকে গন্তব্যস্থলে যাবে। প্রথমবার শিক্ষক ট্রাফিক পুলিশের অভিনয় করবেন। পরবর্তীতে শিশুদের দিয়ে ট্রাফিক পুলিশের অভিনয় করানো যেতে পারে।
- একক, জোড়ায় বা দলে খেলাটি খেলানো যেতে পারে। দলের গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে খেলাটি একাধিকবার খেলানো যেতে পারে।

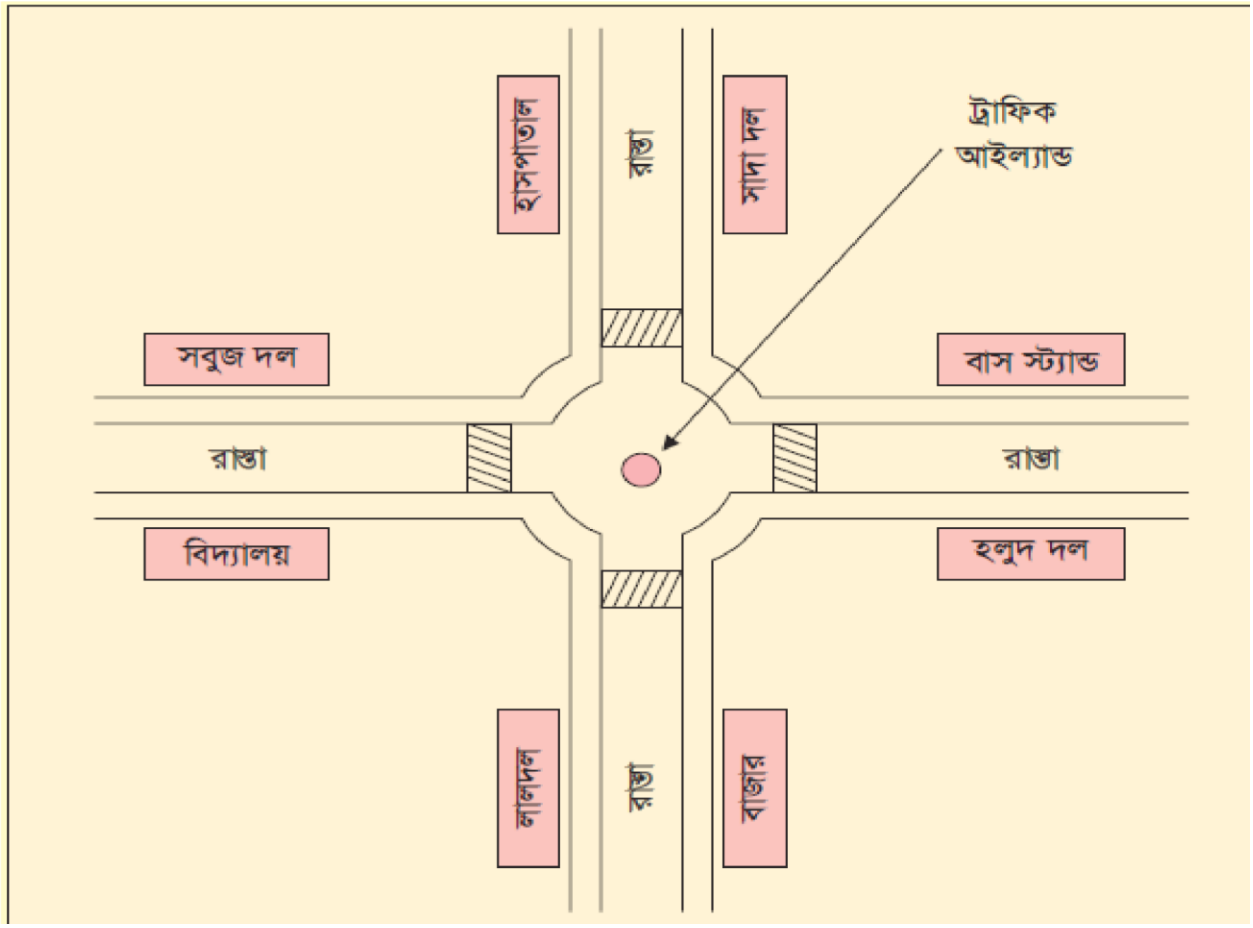

চিত্র : রাস্তা পারাপারের খেলা

প্রজেক্ট ওয়ার্ক

প্রজেক্টের নাম: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ

পদ্ধতি:

- **দল গঠন:** শিশুদের ৪টি দলে ভাগ করতে হবে। ৪টি দলকে নামকরণ করবেন- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও সুরমা।
- **পরিকল্পনা প্রণয়ন:** শিশুরা দলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করবে তা হলো-
    - প্রতিটি দলের একজন দলনেতা নির্বাচন
    - দলের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পদ্ধতি নির্ধারণ
    - দলে শিশুদের নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন
    - প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন (যেমন-ঝাড়ু, বেলচা, ঝুড়ি ইত্যাদি) এবং উপকরণ সংগ্রহের উপায় ও উৎস নির্ধারণ

❖ **প্রজেক্ট বাস্তবায়ন**

***১ম দিন:** প্রত্যেক দল নির্ধারিত স্থান পরিষ্কার করবে। পরিষ্কার করার কাজটি আনন্দেও সাথে করার জন্য শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। পরিষ্কার করার সময় সকলে সুরে সুরে নিচের গানটি গাইবে।

‘ কাগজের টুকরা, কাগজের টুকরা
পড়ে আছে ওই, পড়ে আছে ওই
জায়গা করে নোংরা, জায়গা করে নোংরা
তুলে নিই, বিনে ফেলে দিই। ’

যখন যে আবর্জনা সামনে পড়বে সেই আবর্জনার নাম বলা যেতে পারে। যেমন পাতা হলে ....

“গাছের পাতা, গাছের পাতা, পড়ে আছে ওই........”

অথবা অন্য কোন ধরনের নোংরা হলে........

“ময়লা আবর্জনা, ময়লা আবর্জনা, পড়ে আছে ওই, পড়ে আছে ওই........”

যেসব বিদ্যালয়ে একাধিক শ্রেণি রয়েছে সেসব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিকক্ষে যাবে। অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবে। কাগজসহ অন্যান্য আবর্জনা ঝুড়ি বা বিনে ফেলার জন্য অনুরোধ করবে।

***২য় থেকে ৭ম দিন:** প্রতিটি দল তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। ক্লাস শুরুর প্রথমে, মাঝামাঝি সময় ও শেষে শিশুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চলার সময় সকলে সুরে সুরে গান গাইবে।

❖ **প্রজেক্ট পর্যলোচনা:** প্রতিটি দল প্রজেক্ট নিয়ে আলাদা আলোচনা করবে। সকলের সাথে দলীয় অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে। কাজটি কীভাবে আরও সুন্দর করা যেতে পারে তা নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করবে।

প্রজেক্টটি থেকে শিশুরা নতুন কী কী শিখেছে?

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে গিয়ে কোন বিষয়গুলো শিশুদের ভাল লেগেছে এবং কোন কাজগুলো তাদের কাছে ভাল লাগেনি? বিষয়গুলোর উপর শিক্ষক আলোকপাত করবেন। বিদ্যালয়, নিজ বাড়ি ও আশেপাশের পরিবেশ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে ২০০২ সালে এ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয়। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনা করেই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, প্রতিটি বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিমার্জিত এ শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরের সকল বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক চালু করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমে ‘পরিবেশ পরিচিতি সমাজ’ এর স্থলে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ নামে বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ চলছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিষয়াবলির মধ্যে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু যাতে সমাজের ক্রমপরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হলো শিশুর সামাজিক বিকাশসাধন করা। শিশু যাতে ভবিষ্যতে সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে সে মতো করে গড়ে তোলাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতার ওপর। তাই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষকদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে বিষয়টির শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন চাহিদা পর্যালোচনা করে এবং শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এনসিটিবি ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারণ করেছে। সে অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো–

"শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশসাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।"

প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য এবং 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের জন্য ১৩টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট : ৪-এ প্রাথমিক স্তরের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ আছে।) এর মধ্যে ৯টি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট। এগুলো হলো-১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩। নিচে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের উদ্দেশ্যগুলো পড়ি ও অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নম্বর	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য
(১)	আলরাহ্‌তায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
(৬)	সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।
(৭)	ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা ।
(৮)	অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা ।
(৯)	প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

(১০)	নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।
(১১)	প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
(১২)	নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেষ্ট করা।
(১৩)	জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা এবং 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা

পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যে চিহ্নিত যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি) অর্জন করবে বলে আশা করা যায়, সেগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা বলা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট : ১১ দেখুন)। এর মধ্যে ১৫টি (১৩-২৪ ও ২৭-২৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো প্রাথমিক স্তরে এ প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের অর্জন করানো। শিক্ষককে এ প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে ও উপযুক্ত পাঠদান পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট ১৫টি প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো নিম্নরূপ-

প্রান্তিক যোগ্যতার নম্বর	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতা**
(১৩)	মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
(১৪)	স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।
(১৫)	নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।
(১৬)	ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
(১৭)	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।
(১৮)	অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।
(১৯)	সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
(২০)	প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।
(২১)	নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।

প্রান্তিক যোগ্যতার নম্বর	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতা
(২২)	প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
(২৩)	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ।
(২৪)	মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
(২৭)	মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
(২৮)	জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
(২৯)	বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার সম্পর্ক

প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত ১৩টি উদ্দেশ্যের আলোকে প্রাথমিক স্তরের ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের (৭টি) আলোকে এ বিষযটির সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতা (১৫টি) নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিচের ছকে ৬নং উদ্দেশ্যের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা
(৬) সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।	(১৩) মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া। (১৪) স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।
(৭) ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা ।	(১৫) নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। (১৬) ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
(৮) অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা ।	(১৭) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা। (১৮) অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা
	অর্জন করা। (১৯) সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজ দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া
(৯) প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।	(২০) প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।
(১০) নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।	(২১) নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।
(১১) প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।	(২২) প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া। (২৩) আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ। (২৪) মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
(১৩) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সাহায্য করা।	(২৭) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। (২৮) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। (২৯) বাংলাদেশকে জানা ও ভালবাসা

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহের অন্তর্গত উপাদান বিশ্লেষণ

২০১১ সালের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে **১৫**টি প্রান্তিক যোগ্যতা ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ শিখন-শেখানোর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ বিশ্লেষণ করে যে অন্তর্গত উপাদানগুলো পাওয়া যায় তা জ্ঞানমূলক, সামাজিক দক্ষতামূলক, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক, ও মূল্যবোধসংক্রান্ত শিরোনামে নিচের ছকে বিন্যস্ত করা হলোঃ

প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট)	জ্ঞানমূলক উপাদান	সামাজিক দক্ষতামূলক উপাদান	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক উপাদান	মূল্যবোধমূলক উপাদান
(১৩) মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও	-	-	মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ,	-

প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট)	জ্ঞানমূলক উপাদান	সামাজিক দক্ষতামূলক উপাদান	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক উপাদান	মূল্যবোধমূলক উপাদান
শ্রদ্ধাশীল হওয়া।			বিশ্বভাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া	
(১৪) স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা	-	গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।	স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া	-
(১৫) নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালোমন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা	-	নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালোমন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা	-	-
(১৬) ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।	-	ব্যক্তিগত,পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।	-	-
(১৭) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।	-	-	-	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।
(১৮) অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।	-	পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন	-	অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।
(১৯) সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	-	সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ	-	নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া
(২০) প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং	প্রতিকূলতা ও	-	প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ	-

প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট)	জ্ঞানমূলক উপাদান	সামাজিক দক্ষতামূলক উপাদান	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক উপাদান	মূল্যবোধমূলক উপাদান
তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।	দুর্যোগ সম্পর্কে জানা		মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।	
(২১) নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।	-	নিজের কাজ নিজে করা	-	শ্রমের মর্যাদা দেওয়া
(২২) প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা	-	পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া	প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎকে ভালবাসা
(২৩) আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ।	-	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ।	-	-
(২৪) মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।	মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।	-	-	-
(২৭) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।	-	দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।	মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন	-
(২৮) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা	-	-	জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
(২৯) বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।	বাংলাদেশকে জানা	-	-	বাংলাদেশকে ভালবাসা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৫টি প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্গত উপাদানগুলোকে ভিত্তি করে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের ১৬টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর বিষয়বস্তুগত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনকে বিশেষ বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় শিখনক্রম

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রতিটি প্রান্তিক যোগ্যতার যতটুকু অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণির জন্য ধাপে ধাপে নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হয়। অতএব প্রান্তিক যোগ্যতার বিভাজিত রূপই হলো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। শিশুকে যোগ্যতাগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে ধাপে ধাপে অর্জন করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোকে বিভাজন করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণির জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, সীমিত থেকে বিস্তৃত ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই বিভাজিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্রমবিন্যাসকে শিখনক্রম বলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা ১১টি বিষয়ের প্রণীত শিখনক্রমের মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে প্রাথমিক স্তরে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাবে। এ জন্য এ শিখনক্রমকে আবশ্যকীয় শিখনক্রম বলা হয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের আবশ্যকীয় শিখনক্রমের একটি নমুনা পরের পাতায় দেয়া হলো। প্রান্তিক যোগ্যতা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে ক্রমানুসারে বিভাজনের সময় শিশুর বয়স, মেধা, মানসিক পরিপক্বতা, গ্রহণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো যেকোনো শ্রেণিতে শুরু বা কোন শ্রেণিতে কতটুকু অর্জিত হবে তা নির্দিষ্ট করে প্রণয়ন করা হয়। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা যেকোনো শ্রেণিতে শেষ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন-নিচের ছকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ১৩ নং প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তৃতীয় শ্রেণিতে শুরু হয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে শেষ হয়েছে। আবার ১৪ নং প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। নিচের প্রদত্ত ছকে প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্রমবিন্যাস দেখানো হলো। (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ শিখনক্রম এনসিটিবি প্রণীত আবশ্যকীয় শিখনক্রমে পাওয়া যাবে।)

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১৩. পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন।	*	*	১৩.১ মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর নাম বলতে পারবে ও মানচিত্রে এগুলোর অবস্থান দেখাতে পারবে। ১৩.২ বাংলাদেশ কান মহাদেশে অবস্থিত তা বলতে পারবে।	১৩.১ এশিয়া মহাদেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।	*

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা ও এর চেতনায়দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া ।	১৪.১ জাতীয় পতাকার মৌখিক বর্ণনা দিতে পারবে। ১৪.২ মুক্তহাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে। ১৪.৩ জাতীয় সংগীতের প্রথম চার লাইন শুদ্ধ করে বলতে ও গাইতে পারবে ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান করবে।	১৪.১ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়ম জানবে ও সম্মান করবে। ১৪.২ জাতীয় কবি ও জাতীয় সংগীতের রচয়িতার নাম জানবে। ১৪.৩ জাতীয় সংগীত গাইতে এবং জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে কীভাবে সম্মান করতে হয় বলতে পারবে। ১৪.৪ মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে ও বিভিন্ন জাতীয় দিবসউদ্‌যাপন উপলক্ষেঅনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকরবে।	১৪.১ জাতির পিতার জীবনী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান সংক্ষেপে জানবে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। ১৪.২ আমাদের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তা জানবে ও গর্ব অনুভব করবে। ১৪.৩ জাতীয় পতাকার রং ও নকশার সঠিক অনুপাত এবং বিভিন্ন দিবস ও ক্ষেত্রে এর ব্যবহার জানবে।	১৪.১ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি জানবে (ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত) । ১৪.২ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সম্পর্কে জানবে। ১৪.৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার কথা জানবে। ১৪.৪ ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর আক্রমণের ঘটনা বলতে পারবে। ১৪.৫ ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস জানবে।	১৪.১ মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (২৫মার্চের পর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত) দিতে পারবে ও এর জন্য গর্ববোধ করবে। ১৪.২ সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা জানবে ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। ১৪.৩ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হবে এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশগড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

শিখনফল

কোনো একটি নির্দিষ্ট পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণের কোন কোন দিকের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা , দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে তা শিখনফলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ১৬টি প্রান্তিক যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক শিখনফলগুলোকে প্রতিফলিত করেই বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুর রূপরেখা প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছে। শিখনফল অর্জন করানোর জন্যই শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা যদি সবগুলো শিখনফল অর্জন করতে পারে তবেই বলা যাবে যে তারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করেছে।

নিচের ছকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল অনুসারে বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রদর্শিত হলো:

প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
১৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা ও এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া ।	১৪.১ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়ম জানবে ও সম্মান করবে। ১৪.২ জাতীয় কবি ও জাতীয় সংগীতের রচয়িতার নাম জানবে। ১৪.৩ জাতীয় সংগীত গাইতে এবং জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে কীভাবে সম্মান করতে হয় বলতে পারবে। ১৪.৪ মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।	১৪.১.১ মুক্তহাতে জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে। ১৪.১.২ জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়ম বলতে পারবে। ১৪.২.১ জাতীয় কবির নাম বলতে পারবে। ১৪.২.২ জাতীয় সংগীতের রচয়িতার নাম বলতে পারবে। ১৪.৩.১ জাতীয় সংগীতের চার লাইন গাইতে পারবে। ১৪.৩.২ জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে যথাযথভাবে সম্মান করবে। ১৪.৪.১জাতীয় দিবসগুলোর নাম ও তারিখ বলতে পারবে। ১৪.৪.২ বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিবস পালন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।	**আমাদের মুক্তিযুদ্ধ** জাতীয় জাতীয় জাতীয় সংগীত রচয়িতার নাম জাতীয় ঃ পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়। মুক্তি উল্লেখযোগ্য/ জাতীয় দিবস

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ' বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন লক্ষনীয়। শিশুর সামাজিকীকরণ তথা সুন্দর সামাজিক জীবন গঠনে সমাজ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীরা যাতে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়টির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যেই শিক্ষাক্রম প্রণীত। শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত বিষয়বস্তুর ধারণা শিশুদের মাঝে সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার। এজন্য শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, আবেগিক ও দক্ষতামূলক ক্ষেত্রের (Domain) উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের জন্য শিশু উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষত্রে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন একক শিখন-শেখানো পদ্ধতি সকল শিখন বিষয়ের জন্য সমভাবে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে না। সেদিক থেকে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ' বিষয়ের জন্য একক কোন সর্বোৎকৃষ্ট শিখন-শেখানো পদ্ধতি নেই। কিন্তু একাধিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের মিশ্রিত প্রয়োগ এ বিষয়টি পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রত্যেক শিশুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে অপার সম্ভাবনা। আর শিশুর এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করেন একজন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষাবিদ কারলাইন্স বলেছেন–

'একজন সাধারণ শিক্ষক পড়ান,
একজন ভালো শিক্ষক ব্যাখ্যা দেন,
একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশুদের অনুপ্রাণিত করেন।'

তবে এ কথাও সত্য যে, শিক্ষক যত উত্তমই হোন না কেন, উপযুক্ত শিখন - শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ও ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের কাঙ্খিত মাত্রা।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ' বিষয়ে শিখন শেখানোর জন্য উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষার্থীদের সমকালীন জীবনের চাহিদা, তাদের আগ্রহ, তাদের সক্রিয়তা, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ' বিষয়ে কার্যকর কিছু শিখন-শেখানো **পদ্ধতি** হলো–

বহুল ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য **কৌশল**গুলো হলো-

শুধুমাত্র শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলই নয় শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিশুর বয়স, সামর্থ ও আগ্রহ অনুযায়ী শিখন সামগ্রী নির্বাচন এবং তা ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে শিখন সামগ্রী হিসেবে পাঠ্যবই, শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা, ছবি ,চার্ট, মানচিত্র, মডেল, বাস্তব উপকরণ, সংবাদপত্র, শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ও চকবোর্ড অন্তর্ভূক্ত।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়বস্তুর আলোকে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করা হলো–

আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) এবং এর প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণি পাঠ পরিচালনায় আলোচনা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচনায় সাধারণত মতামত প্রকাশ করা হয়, যা সমস্যা সমাধানের পক্ষে খুবই মূল্যবান। আলোচনার সূত্রপাত হয় মূলত কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে। সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা জোড়ায় অথবা দলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকে অনেক বিষয়বস্তুই আছে যা আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব, সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সমাজের বিভিন্ন পেশা, নাগরিক অধিকার, এলাকার উন্নয়ন, জলবায়ু ও দুর্যোগ, নারী পুরুষ সমতা ইত্যাদি।

উদাহরণ: চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-২, বিষয়বস্তু: নারী ও পুরুষ

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিশুদের পূর্ব ধারণা ব্যবহার করে আলোচনার সূত্রপাত করুন।
- শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। লক্ষ রাখুন দলে যেন সব ধরনের শিক্ষার্থীই থাকে। প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে সহায়তা দিন।
- দলে নিচের সমস্যাগুলো ভাগ করে দিন।

সমস্যা: ১. কোন কাজগুলো শুধুমাত্র পুরুষদের করতে দেখা যায়?

২. কোন কাজগুলো শুধুমাত্র নারীদের করতে দেখা যায়?

৩. কোন কাজগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কে করতে দেখা যায়?

- শিক্ষার্থীদেরকে দলে আলোচনা করে মতামত তালিকাবদ্ধ করতে বলুন।
- দলীয় কাজের সময় ঘুরে ঘুরে কাজ পরিবীক্ষণ করুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন যেন তারা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত না হয়।
- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন।

- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত ছক অনুযায়ী তথ্যগুলো বোর্ডে লিখুন।

- সকল দলের তথ্য লেখা শেষ হলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে ফিডব্যাক প্রদান করুন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করুন।

প্রশ্ন - উত্তর (Question-Answer) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ কৌশল

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনে প্রশ্ন - উত্তর একটি বহুল ব্যবহৃত শিখন-শেখানো পদ্ধতি। কখনো কখনো এ পদ্ধতি পুরো পাঠ উপস্থাপনে আবার কখনো একটি পাঠের অংশ বিশেষ উপস্থাপনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে বিষয় উপস্থাপনে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নির্ভর করে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয় শিক্ষকের যথার্থ পরিকল্পনা ও তাঁর দক্ষতার উপর।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করেন, শিক্ষার্থী উত্তর দেয়। উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আবার প্রশ্ন করেন, অন্যদের কাছ থেকেও উত্তর জানতে সচেষ্ট হন। আর এভাবে প্রশ্নোত্তরের আলোকে পুরো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ: চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-১৬, বিষয়বস্তু: 'আমাদের সংস্কৃতি: ভাষা ও পোশাক' শীর্ষক পাঠটি বিবেচনা করা যাক।

নিচের প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রশ্নকরণ ও তার উত্তরের আলোকে বিষয়বস্তুটির ধারণা স্পষ্ট করুন।

- আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
- আমাদের মাতৃভাষা কোনটি?
- বাংলাদেশের সকলের মাতৃভাষাই কি বাংলা?
- আমরা যে পোশাক পরি তা কি অন্যান্য দেশের পোশাকের মত? না কি ভিন্নতা আছে?
- আমরা প্রধানত কী ধরনের খাবার খাই? পৃথিবীর সবাই কি আমাদের মত খাবার খায়?

- আমরা যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- পহেলা বৈশাখ, পৌষ মেলা, নবান্ন পালন করি কিংবা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ– গোষ্ঠীরা অথবা অন্য দেশের লোকেরা কী এগুলো পালন করে?
- তোমরা গান শোন? কী ধরনের গান আমরা গাই বা শুনি? এমনভাবে প্রশ্নগুলো করুন যাতে শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী হয়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়।
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতির আরও যেসব বিষয় আছে তা বের করে আনুন।
- উপরের প্রশ্ন ও উত্তরের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এগুলো সবকিছু মিলেই আমাদের অর্থ্যাৎ বাংলদেশের সংস্কৃতি।

এবার উপরের প্রশ্নের মত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভাষা, মেয়েদের পোশাক ও ছেলেদের পোশাক সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচলনা করুন।

এ ধরনের শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার মাত্রাকে আরো বেশি মূর্ত করে তুলে। সাথে সাথে শিখন-শেখানো কার্যাবলি আনন্দদায়ক হয়ে উঠে।

লক্ষ করুন, এখানে -

- শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা নির্ভর বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা হয়েছে।
- প্রশ্নগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।
- এমনভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী হয়।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন (linkage) করে পরবর্তী প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা/অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন ধারণা (সংস্কৃতি) প্রদান করা হয়েছে।

এভাবে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়বস্তু, যেমন - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (৪র্থ), আমাদের মুক্তিযুদ্ধ(৪র্থ), আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৩য়), পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ(৩য়), জলবায়ু ও দুর্যোগ (৫ম), কৃষি ও শিল্প (৫ম) ইত্যাদি আমরা প্রশ্ন - উত্তর পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচলনা করতে পারি।

পর্যবেক্ষণ (Observation) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ কৌশল

আমাদের পরিবেশ ও সমাজে কিছু বিষয় বিদ্যমান যা সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে ঐ বিষয়গুলো ভালভাবে অবলোকন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণের জন্য শিখন - শেখানো পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ, সমাজের বিভিন্ন পেশা, এলাকার উন্নয়ন, কাজের মর্যাদা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং তার আলোকে নিজেদের কাঙ্খিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

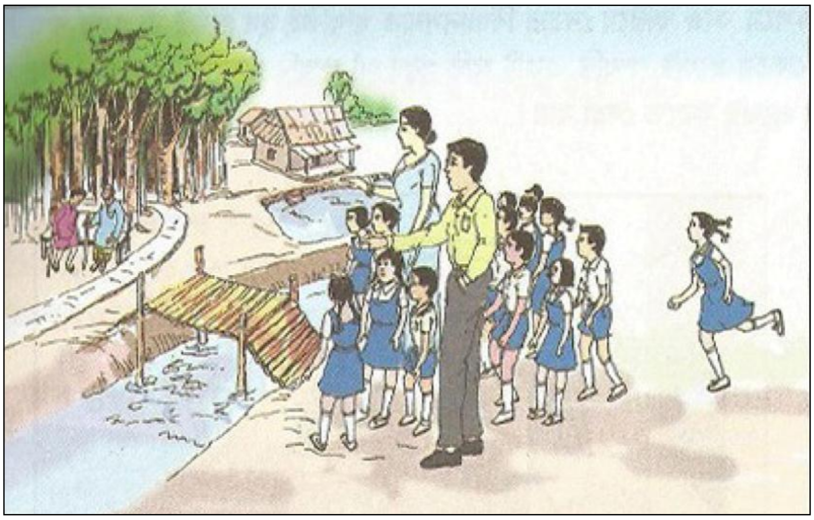

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকে বাস্তবক্ষেত্রে সশরীরে হাতে-কলমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষেণ করে পর্যবেক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনকে স্থায়ী ও বাস্তবমূখী করতে সহায়তা করে।

উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের তৃতীয় শ্রেণির অধ্যায়-৭ এর 'পরিবেশ দূষণের কারণ' বিষয়টি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হলো-

- পাঠের বিষয়বস্তু 'পরিবেশ দূষণের কারণ' নির্ধারণ করুন ও শিক্ষার্থীদের বিষয়টি ভালভাবে অবহিত করুন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী পর্যবেক্ষণ করবে অর্থাৎ পরিবেশের কোন কোন দিকগুলো দূষিত ও কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিন।
- পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে কীভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করবে তা বলে দিন।

যেমন- বর্জ্য দূষণ : কী কী ধরনের বর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে?

১।....... ২।.. .... ৩।.............৪।..............

বর্জ্য দ্বারা কীভাবে দূষিত ?

১।

২।

৩।

৪।

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করে তথ্য লিপিবদ্ধ করবে।
- পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট সময় পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনুন।
- দলভিত্তিক সংগৃহীত তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীদেরকে নিচের ছক অনুযায়ী তথ্য শ্রেণিকরণ করতে দিন।

কী ধরনের দূষণ	কী কী কারণে/ কীভাবে দূষিত হচ্ছে
	১। ২। ৩।
	১। ২। ৩।
	১। ২। ৩।

- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। দলগত উপস্থাপনের নিয়মাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা দিন।
- সকল দলের তথ্য উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আলোচনা করে পরিবেশ দূষণের কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হোন।

প্রয়োজনে একদিন তথ্য সংগ্রহ এবং পরের দিন সংগৃহীত তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

বি.দ্র. পরবর্তী পাঠে একই অধ্যায়ের 'আরও কিছু করি' অংশের জন্য প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের দূষণ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন-উত্তর শিখন -শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ভূমিকাভিনয় (Role Playing) পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ কৌশল

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের অনেক পাঠই আছে যা উপস্থাপনে ভূমিকাভিনয় **(role playing)** ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা পাঠকে শিশুদের কাছে শুধু আনন্দদায়কই করেনা বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবনযোগ্য করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার জীবন্তরূপ তথা বাস্তবরূপ এ পদ্ধতির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হয়। যেমন- সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ, দুর্যোগে আমাদের করণীয়, পরিবারে ও বিদ্যালয়ে আমাদের দায়িত্ব -কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়কে বাস্তবরূপে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসূ।

ভূমিকাভিনয়

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর আলোকে ভূমিকা অনুযায়ী কথোপকথন সম্বলিত ধারা বর্ণনা (script) তৈরি, শিক্ষার্থীদের সে অনুযায়ী প্রস্তুতকরণ ও প্রয়োগের ওপর।

উদাহরণ : অধ্যায়-৪, বিষয়বস্তু - 'যারা উৎপাদন করেন'

- এ বিষয়ের আলোকে কোন কোন ভূমিকার কী ধরনের কথোপকথন থাকবে তা তৈরি করতে হবে, যেমন- কৃষকের ভূমিকার কথোপকথন, জেলের ভূমিকার কথোপকথন ইত্যাদি।
- অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ভূমিকা ফুটিয়ে তুলতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করুন।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ ভূমিকাভিনয় পর্যবেক্ষণ করে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।
- ভূমিকাভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অনুশীলনের সুযোগ রাখুন। প্রয়োজনে দু'দিন আগে থেকেই প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- এবার শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর ভূমিকাভিনয় বাস্তবায়ন করুন।
- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে ভূমিকার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরতে হবে যা শিখন অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।

  যেমন- কে কৃষক?, সে কী কী উৎপাদন করে? , তারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে ? ইত্যাদি।
- ভালো অভিনয়ের জন্য সকলকে প্রশংসা করুন।

এক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির 'মানুষের গুণ' অধ্যায়ের 'ভালোগুণ' বিষয়ের 'আরও কিছু করি ' অংশটুকু দিয়ে ভূমিকাভিনয় করা যেতে পারে।

অনুসন্ধান শিখন-শেখানো (Inquiry Based Teaching Learning) পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল

শিশুকে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, স্বপ্রনোদিত শিক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান শিখন-শেখানো পদ্ধতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজ করার মাধ্যমে শিখন কৌশলই এর মূল মন্ত্র। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-এ অনুসন্ধান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার মূল ধারণাগুলো লাভ করা। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আলোকে প্রশ্ন (জিজ্ঞাস্য) প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন করে। সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনুসন্ধান শিখন প্রক্রিয়ায় নানা রকমফের থাকলেও মূল ধাপগুলো একই বার্তা প্রতিফলিত করে। আর তা হলো- সমস্যা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়'-এ অনুসন্ধান শিখন-শেখানোয় পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ধাপ-১: প্রশ্ন/সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ

ধাপ-২: অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ : মূল সমস্যার আলোকে সম্ভাব্য সমাধান।

ধাপ-৩: তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন

ধাপ-৪: তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যাকরণ

ধাপ-৫: সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্তগ্রহণ

এ ধাপগুলো অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য বিষয় সম্পর্কিত শিখন সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত প্রাথমিক স্তরে শিশুদেরকে অনুসন্ধান করার সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন ও সরবরাহের উপর এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের নানা ধরনের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের সামগ্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ

চতুর্থ শ্রেণির জনসংখ্যা বিষয়ক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ করতে যে সমস্ত শিখন সহায়ক সামগ্রী প্রয়োজন তা হলো :

ক) অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি

খ) কম জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি

গ) জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কিত শিশু উপযোগী তথ্যপত্র

ঘ) সংগৃহীত প্রত্রিকার প্রতিবেদন

ঙ) বিষয় সম্পর্কিত শিশু উপযোগী বই ইত্যাদি।

অনুসন্ধান শিখন-শেখানো পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করে বিষয়টি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যায় তা বর্ণনা করা হলোঃ

প্রথম ধাপ

- শিক্ষক অতিরিক্ত জনসংখ্যা সম্বলিত পরিবারের ছবি, যানবাহনে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব জনিত ছবি, অতিরিক্ত জনসংখ্যা জনিত পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কিত ছবি প্রদর্শন করবেন।

- প্রতিটি ছবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে শিক্ষক মূল সমস্যা বা প্রশ্ন উপস্থাপন করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

"সমাজে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কীরূপ প্রভাব পরে?"

দ্বিতীয় ধাপ

- শিশুদেরকে প্রশ্ন করুন- 'তোমরা কি মনে কর যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব আছে?

  'কী কী ক্ষেত্রে এ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?

  'কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পরে?'

এক প্রশ্নের সূত্র ধরে ধারাবাহিকভাবে অপর প্রশ্নগুলো করুন। শিশুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো এক এক করে বোর্ডে লিখুন। যেমন- ১. পরিবারের উপর নানা ধরনের প্রভাব পরে।

২. যানবাহনের উপর প্রভাব পরে।

৩. পরিবারে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হয়।

৪. চলাচলের অসুবিধা হয় ও দুর্ঘটনা বেড়ে যায় ইত্যাদি।

উত্তরের আলোকে শিশুদের সহায়তায় এমনভাবে প্রশ্নের অবতারণা করুন যার ওপর নির্ভর করে তারা তথ্য সংগ্রহ করে মূল সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রমাণ বা সাধারণীকরণ করতে পারে।

প্রশ্ন:

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবারের ওপর কী কী ধরনের প্রভাব ফেলে?

২. অতিরিক্ত জনসংখ্যা যানবাহনের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের অসুবিধা হয়?

৩. পরিবেশের ওপর কী কী ধরনের প্রভাব পরে?

এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন- 'আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কীভাবে পেতে পারি?' শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বলুন- ছবি, তথ্যপত্র, পত্রিকা, বই ইত্যাদি থেকে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে পারি।

তৃতীয় ধাপ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। দলের সংখ্যা শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার উপর নির্ভর করবে।
- প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সরবরাহ করুন।
- দ্বিতীয় ধাপে নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর আলোকে তথ্যপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও তাদের নোট খাতায় তা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

চতুর্থ ধাপ

এই ধাপে সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে ।

- দলে আলোচনা করে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে এক এক করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলুন।
- সম্ভব হলে প্রত্যেক দলের উপস্থাপিত বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করুন।

পঞ্চম ধাপ

এধাপের প্রধান কাজ হলো আলোচনা থেকে সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া বা অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রামাণিক যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

- এবার শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর আলোকে এমনভাবে কিছু প্রশ্ন করুন যাতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সাধারণীকরণের জন্য সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে সাধারণীকরণ হতে পারে-----

    ১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবারে খাদ্যের অভাব ঘটায় । বসবাসের অসুবিধা তৈরি হয়।

    ২. বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

    ৩. অধিক পরিমাণে তৈরীকৃত বর্জ্য পরিবেশের দূষণ ঘটায়। সহজে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায় না।

শিক্ষার্থীদেরকে গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে সাধারণীকরণের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শেষ করুন।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে শিখন কৌশল

বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু শ্রেণিতে সফলভাবে উপস্থাপনের জন্য শিখন -শেখানো পদ্ধতির পাশাপাশি সংগতিপূর্ণ শিখন কৌশল ব্যবহার করে শিখন- শেখানো কার্যাবলিকে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী তথা শিক্ষার্থীর পুরোপুরি শিখন (mastery learning) নিশ্চিত করা সম্ভব। এ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে ব্যবহার উপযোগী বিশেষ কতকগুলো শিখন কৌশল হলো–

১. মাথা খাটানো (Brain Storming) ২. মন চিত্রায়ন (Mind Mapping) ৩. ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping) ৪. চিত্র বিশ্লেষণে ৬ক (Picture Interpretation) ৫. সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning) ৬. তালিকাকরণ (Listing)

বিভিন্ন শ্রেণির ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কী ধরনের প্রাথমিক/পূর্ব ধারণা (Prior Knowledge) বিদ্যমান তা জানা এবং শিখন -শেখানো কার্যাবলিতে সেটি কাজে খাটিয়ে নতুন ধারণা অর্জনে সহায়তা করা শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাথমিক/পূর্ব ধারণার ভিত্তিতেই নতুন ধারণা/অভিজ্ঞতা সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক/পূর্ব ধারণাকে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে ব্যবহার করার কার্যকরী কৌশল হলো - ১. মাথা খাটানো (Brain Storming) ২. মন চিত্রায়ন (Mind Mapping) ৩. ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping)

মাথা খাটানো (Brain Storming)

উদাহরণ

- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে “ভাল মানুষ কাদের বলে ?” প্রশ্নটি করুন।

- শিক্ষার্থীদের ২/৩ মিনিট চিন্তা করার সময় দিন ।প্রয়োজনে তাদের খাতায় নোট করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের মতামতগুলো একজন একজন করে প্রকাশ করতে বলুন। প্রাপ্ত মতামতগুলো বোর্ডে লিখুন। সকল মতামতই গ্রহণ করুন। এখানে ভুল শনাক্ত করা বা সংশোধন করা থেকে বিরত থাকুন।
- মতামতগুলো সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বোর্ডে লিখুন।
- সকলের ধারণা পাওয়ার পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

এভাবে বিভিন্ন শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় - এর বিষয়বস্তু প্রাথমিক ধারণা/পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহারে এ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মন চিত্রায়ন (Mind Mapping)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে কীভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মাইন্ড ম্যাপিং ব্যবহার করা যায় তা উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-৪, 'সামাজিক অধিকার' বিষয়টি বিবেচনা করা যাক–

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আমরা মাইন্ড ম্যাপিং কৌশল ব্যবহার করতে পারি।

- বোর্ডের মাঝামাঝি স্থানে 'সামাজিক অধিকার' শব্দটি লিখুন। এখন শিক্ষার্থীদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে ভাবতে বলুন। যেমন- কোনগুলো সামাজিক অধিকার? উদাহরণ হিসেবে 'বেঁচে থাকার অধিকার' এর কথা বলুন ও চিত্ররূপ বোর্ডে লিখুন ।
- এবার 'বেঁচে থাকার জন্য আবার কী কী অধিকার প্রয়োজন?' প্রশ্নটি করুন ও ভাবতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত ধারণা সংগ্রহ করুন ও বেঁচে থাকার অধিকারের শাখা তৈরি করুন (চিত্ররূপ)।
- এভাবে আবার ধাপ-২ থেকে পুনরাবৃত্তি করে অন্যান্য অধিকারের শাখাম্যাপ তৈরি করুন (চিত্ররূপ)।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু এভাবে মাইন্ডম্যাপিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।

মাইন্ড ম্যাপিং এর নমুনা

রাউন্ডরবিন (Roundrobin) কৌশল

সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning) কৌশলের একটি ধরন হলো ‘রাউন্ডরবিন’ কৌশল। এ কৌশল প্রয়োগ করে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে দলের সদস্যদের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করা যায়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এ শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে আমরা এ কৌশল ব্যবহার করতে পারি।

রাউন্ডরবিন

আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি :

- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬ জনের দলে ভাগ করুন।
- " তুমি কীভাবে তোমার পরিবারকে সাহায্য কর? " প্রশ্নটি প্রত্যেক দলে দিন।
- প্রথমে দলের একজন তার পাশের জনকে প্রশ্নটি করবে। সে উত্তরটি মুখে বলবে ও খাতায় লিখে রাখবে। যে উত্তর দিল এবার সে তার পাশের জনকে প্রশ্নটি করবে এবং ঠিক একইভাবে সে উত্তর বলবে ও খাতায় লিখবে। এভাবে প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেককে প্রশ্ন করবে ও যাকে প্রশ্ন করবে সে উত্তর দিবে। সকল সদস্যের অংশগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজটি চলবে।
- এভাবে একই সময়ে প্রত্যেক দলের কাজ চলবে ও যাতে সকল দলের কাজ একই সময়ে শেষ হয় সেটি লক্ষ রাখতে হবে।
- দলের প্রত্যেক সদস্যই যেন তাদের ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- এবার প্রত্যেক দলের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করুন ও বোর্ডে লিখুন।
- আলোচনা করে সারসংক্ষেপ করুন।

ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping)

শিখন-শেখানো কৌশল হিসেবে ধারণা চিত্রায়ন একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল। ধারণা চিত্রায়ন ধারণা ও মতের মধ্যকার সম্পর্ককে চিত্ররূপে দৃশ্যমানভাবে উপস্থান করে। ধারণাগুলোকে কতগুলো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক রূপে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ করে তথ্য সম্পর্কে অধিক ধারণা পেতে সহায়তা করে এবং মূল ধারণার সাথে উপ-ধারণা বা সম্পর্কযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণার সম্পর্ক নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারে। অর্থাৎ ***ধারণা চিত্রায়ন হলো একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠিত চিত্ররূপ যা কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাসমূহের দৃশ্যমান উপস্থাপন প্রক্রিয়া।***

শিখন-শেখানো কার্যবলিতে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধারণা চিত্রায়ন একটি উপযোগী কৌশল। শুধু বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্যই নয়, শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুগত বোধগম্যতার মাত্রা যাচাই করার ক্ষেত্রেও ধারণা চিত্রায়ন খুবই কার্যকর।

যেভাবে ধারণাচিত্র তৈরি করা যায়ঃ

- **বিষয়বস্তুর আলোকে মূল ধারণা দিয়ে শুরু করা**
  বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করুন বা মূল ধারণা তুলে উপস্থাপন করুন যাতে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে ।
- **মূল ধারণা চিহ্নিতকরণ**
  শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচনার প্রেক্ষিতে মূল ধারণাটি চিহ্নিত করুন। মূল ধারণার আলোকে সম্পর্কযুক্ত সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে ইঙ্গিত দিন। মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে উপ-ধারণা, সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো লিখুন।
- **ধারণাগুলোকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে প্রকাশ এবং সম্পর্ক রেখা টেনে শেষ করুন**
  এক্ষেত্রে রেখা টেনে মূল ধারণার সাথে উপ-ধারণা ও সংশ্লিষ্ট আরও সুনির্দিষ্ট ধারণার সম্পর্ক তৈরি করা এবং শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সম্পর্কযুক্ততার কারণ তুলে ধরা।

উদাহরণ

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাক। এক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণির অধ্যায়-৬ এর বিষয়বস্তু 'জলবায়ু পরিবর্তন' নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু সমম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করে বিষয়ের অবতারণা করুন।

- প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে মূল ধারণা ' জলবায়ূ পরিবর্তন' নির্ধারণ করে বোর্ডে মূল ধারণটি লিখুন। বোর্ডের এমন স্থানে মূল ধারণা লিখুন যাতে সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো লিখে সম্পর্ক রেখা টেনে চিত্ররূপ উপস্থাপন করা যায়।
- জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং কেন বা কীভাবে হচ্ছে তার সূত্রপাত করে শিক্ষার্থীদেরকে ভাবতে বলুন।
- প্রয়োজনে কিছু উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে ভাবতে উৎসাহিত করুন। তবে সরাসরি উত্তর প্রদান করা যাবে না।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এক এক করে কারণগুলো যেমন- যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্প কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি বের করে নিয়ে আসুন। এ কারণগুলো 'জলবায়ু পরিবর্তন' এর চতুর্দিকে চিত্ররূপ লিখুন। রেখা টেনে সম্পর্ক (Link) তৈরি করুন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী প্রভাব পরে তা নিয়ে ভাবতে বলুন। ভাবনাগুলোকে সংগ্রহ করে চিত্রের ন্যায় বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করুন।
- এবার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রেখা টেনে সম্পর্ক তৈরি করুন এবং সম্পর্ককে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সম্পর্কের কারণের ধারণাকে মূর্ত করে তুলুন।

সবশেষে তৈরিকৃত ধারণাচিত্রটি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা করে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।

বিভিন্ন শ্রেণির 'বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যা ধারণা চিত্রায়ন কৌশল ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।

যেমন-তৃতীয় শ্রেণি: প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, সমাজের বিভিন্ন পেশা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণিঃ সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বাংলদেশের জনসংখ্যা ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণিঃ জনসংখ্যা, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণি : অধ্যায়- ৬: জলবায়ু পরিবর্তন

ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping)

চিত্র বিশ্লেষণে ৬ক এর ব্যবহার

বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য, দৃশ্যমান ও মূর্ত এবং আকর্ষণীয় করতে পাঠ্যপুস্তকে ছবি/চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই ছবি/চিত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেয়া যায়। আবার শিক্ষার্থীরা চিত্র বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা যেমন অনুমান করতে পারে, তেমনি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সে ধারণার প্রয়োগ করতে পারে। আর তাই চিত্র বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিরোনামহীন চিত্র ব্যবহার করতে হবে।

৬ক দ্বারা কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করা যাক।

কে বা কারা ?	কী ?	কোথায় ?
কখন ?	কেন ?	কীভাবে ?

চিত্রের আলোকে কে, কী, কোথায়, কখন, কেন ও কীভাবে ব্যবহার করে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় তা ব্যখ্যা করা হলো–

- উপরের চিত্রগুলো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে নির্ধারিত চিত্র ও ৬ক সম্বলিত বিশ্লেষণ ছক (পৃ. ৪৮) সরবরাহ করুন।

কাকে বা **কাদেরকে** দেখতে পাচ্ছ? ● .... ●	**কোথায়** কাজটি হচ্ছে? ● .... ● ....
সে/ তারা **কী** করছে? ● .... ●	**কেন** তারা কাজটি করছে? ● .... ● ....
কখন কাজটি ঘটছে? ● .... ●	তাদের কাজকে তুমি **কীভাবে** মূল্যায়ন কর? ● .... ● ....

- কীভাবে কাজটি করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন।
- দলীয় আলোচনা মনিটরিং করুন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।
- দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি পূরণ করা শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে বলুন। এক্ষেত্রে চিত্র বিশ্লেষণে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে। শিক্ষক সে বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান করবেন।
- ছকের তথ্য দিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করতে বলুন।
- অনুচ্ছেদ তৈরির শেষে প্রত্যক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ও বয়স বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশ্লেষণ ছকের প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিত্র যেগুলো বিশ্লেষণে বিষয়বস্তুর তথ্য অনুধাবনে সহায়ক সে সমস্ত ছবি/চিত্র এ কৌশল প্রয়োগ করে পাঠ উপস্থাপন করা যায়। শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংগঠন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান দক্ষতার বিকাশ এ কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

অধ্যায় ৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক শিখন সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ

শিখন সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ পরিচিতি

পাঠকে আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী করার এবং পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজে বোধগম্য করার জন্য যে সকল ছবি, চার্ট, মডেল, নকশা, মানচিত্র, গ্লোব ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তা হল শিক্ষোপকরণ। এসব উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন হয়ে ওঠে সহজ ও স্থায়ী। উপকরণটি অবশ্যই শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা অনুযায়ী যথাযথ ও আকর্ষণীয় হতে হবে। উপকরণ নির্বাচন করতে এবং প্রস্তুত হবে উপকরণের রং, আকার ও আকৃতি যথাসম্ভব বাস্তবের সাথে মিল রেখে প্রস্তুত করা সমীচীন হবে । শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে বিষয়বস্তু ও উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকের প্রস্তুতি নেয়া দরকার। নির্বাচিত উপকরণসমূহ শিক্ষক নিজে তৈরি অথবা সংগ্রহ করতে পারেন। উপকরণসমূহ স্থানীয় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করাটাই সর্বোত্তম। উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার সবক্ষেত্রেই শিক্ষকের পরিকল্পনা এবং চিন্তনভাবনার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ, শ্রুতি নির্ভর উপকরণ, শ্রবণ-দর্শন নির্ভর উপকরণ। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে যত বাস্তবসম্মত উপকরণ ব্যবহার করা যাবে ততোই শিখন সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

নিচে বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যাখ্যা দেয়া হলো-

১। **দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ:** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ আছে। শ্রেণি ও অধ্যায় ভিত্তিক কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো, যা শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে পারেন।

- **বাস্তব উপকরণ:**
  গাছ, পাতা, ফুল, ফল, মাটি, জাতীয় পতাকা, পোশাক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, ট্রেসিং পেপার, পেন্সিল, রাবার, রং, তুলি, তালপাতার পাখা, মাটির হাঁড়ি, পাপেট ইত্যাদি।

- **মডেল**
  ঘর, বাড়ি, শাপলা ফুল, জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ, রাষ্ট্রীয় প্রতীকসমূহ, শহীদ মিনার, সেতু, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পার্ক, গ্লোব, গাড়ি, প্রশাসনিক ভবন, মানচিত্র, ফুল, ফল ইত্যাদি ।

চিত্র: শহিদ মিনারের মডেল

- **চার্ট**

  প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উৎসব/অনুষ্ঠান, বনজ সম্পদ, জাতীয়/রাষ্ট্রীয় সম্পদ, শ্রমজীবী মানুষের তালিকা, নদ-নদী, সার্কভুক্ত দেশের জনসংখ্যা, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ইত্যাদি।

- **ছবি**

  পাঠ সংশিষ্ট ছবি যেমন- প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা, পশুপাখি, খাদ্য, ফুলের বাগান, হলদে পাখির মানচিত্র, জাতীয় প্রতীকসমূহ, বিভিন্ন পেশার মানুষ, হাটবাজার, পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন চিত্র, বিভিন্ন দেশের শিশু, বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তি, গাছ কাটার ছবি, আদিবাসীদের জীবনধারা, শহীদ মিনার, নৌকা বাইচ, ছোট পরিবার, বড় পরিবার ইত্যাদির ছবি ।

- **মানচিত্র ও নকশা**

  পৃথিবী, মহাসাগর, মহাদেশ, উপমহাদেশ, বাংলাদেশ, জেলা, উপজেলা, বিদ্যালয় ইত্যাদি ।

- **পোস্টার**

  শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জনসংখ্যা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদির পোস্টার ।

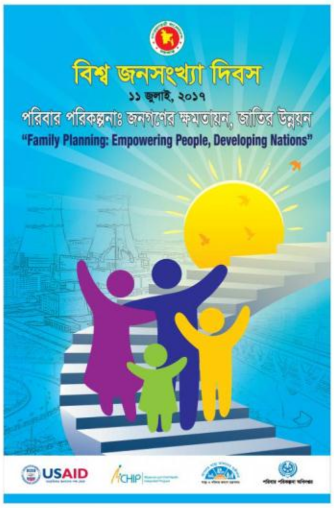

২. **শ্রুতি বা শ্রবণনির্ভর উপকরণ**

রেডিও, সিডি প্লেয়ার, কম্পিউটার বা সেল ফোনে সংরক্ষিত শব্দ, কথা, বক্তৃতা, সংগীত ইত্যাদি ।

৩. **শ্রবণ-দর্শননির্ভর উপকরণ**

টিভি, সিডিরম, ডিভিডি, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে কোন বাস্তব ঘটনা, কোন নাটক-চলচ্চিত্র, কোন বিমূর্ত বিষয়ের ভিডিও প্রদর্শন।

চিত্র: শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণের তালিকা তৈরির জন্য নিচের ছকটি ব্যবহার করতে পারেন। যে কোন শ্রেণির জন্য এই ছকটি ব্যবহার করা যাবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণি :	দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ	শ্রবণনির্ভর উপকরণ	শ্রবণ-দর্শননির্ভর উপকরণ
অধ্যায়-এক			
অধ্যায়-দুই			
অধ্যায়-তিন			
অধ্যায়-চার			
অধ্যায়-পাঁচ			
অধ্যায়-ছয়			

(উল্লেখ্য যে, ছকের ব্যবহার সম্বলিত কাজটি শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করাতে পারেন, আবার নির্দেশিত কাজ হিসেবেও দিতে পারেন।)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় তাই উপকরণ ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে অনেক। শিক্ষা প্রদানকালে যদি বিমূর্ত বিষয়কে কোন মূর্ত বিষয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় তবে শিক্ষার্থী তা সহজে বুঝতে পারে। বস্তুভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণের দ্বারা সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করলে শিক্ষা হবে বাস্তবসম্মত ও স্বতঃস্ফূর্ত। অপরদিকে সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী বাস্তবসম্মত অনেকগুলো বিষয়ও শিখতে পারে। জীবন্ত ও নাটকীয় আবেদন শিক্ষার্থীর আনন্দানুভূতিতে সাড়া জাগায়। ফলে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা হয় গভীর ও প্রসারিত । তাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। স্বল্পমেধা, পশ্চাৎপদ, স্থূলবুদ্ধি, পাঠে ধীরগতি শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তক ও

বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান খুবই দুরূহ কাজ । শিক্ষা উপকরণের সহায়তা তাদের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির মতো বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্যপূর্ণ বিষয় শুধু পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষকের বক্তৃতায় আয়ত্ত করা সহজ নয়। শিক্ষকের শিখন–শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় বক্তৃতার সাথে সাথে নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাকে প্রাণবন্ত, বাস্তবমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী করা যায় । অনেক সময় যা বর্ণনা করতে বহু কথার দরকার হয় তা একটি মাত্র ছবি দিয়েই সহজেই বোঝানো যায়। এক্ষেত্রে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, “One picture is worth than thousands of words.”

উপকরণ ব্যবহারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

- **প্রেষণা সৃষ্টি:** আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেন্দ্রিক। এর মূলে রয়েছে শ্রেণিতে প্রেষণা সৃষ্টি এবং তা ধরে রাখা। শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় উপকরণ ব্যবহার করলে যেমন সহজেই প্রেষণা সৃষ্টি করা যায়, তেমন শিক্ষার্থীর পক্ষে তা ধরেও রাখা যায়। এর ফলে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সহজতর ও দীর্ঘস্থায়ী হয় ।
- **আগ্রহ সৃষ্টি:** শিক্ষার্থীর আগ্রহ না থাকলে কোন কিছুই তাকে শেখানো যাবে না। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় । সুতরাং শেখানোর কাজটিও অনেক সহজ হয়।
- **মনোযোগ সৃষ্টি:** শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে মনোযোগী করতে না পারলে শিক্ষাদান কার্যক্রম সার্থক ও সফল হবে না এবং বেশি দিন মনেও রাখতে পারবে না। বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সৃষ্টি করা যায়।
- **সহজবোধ্য:** উপকরণ ব্যবহার করে অনেক কঠিন বিষয় অতি সহজে বোঝানো যায় অর্থাৎ বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্যতা হ্রাস পায়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই জ্ঞান চর্চায় আনন্দবোধ করেন।
- **স্থায়ী জ্ঞান:** উপকরণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। অনেক সময় সারা জীবন মনে থাকে। উপকরণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় ।
- **পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে যখন শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন করেন তখন শিক্ষার্থীরা উপকরণকে ভাল করে লক্ষ করে। এতে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান এবং উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । শিক্ষার্থীরা উপকরণ ব্যবহার কৌশলও শিখতে পারে ।
- **প্রাণবন্তকরণ:** সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্তকরণে উপযুক্ত উপকরণের ভূমিকা ব্যাপক। কঠিন এবং কল্পনাপ্রসূত বিষয়ও উপকরণ ব্যবহারে সহজ হয়ে উঠে। ফলে জ্ঞান অর্জন সহজ হয়।
- **সময়ের সঠিক ব্যবহার:** বর্ণনামূলক বা বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠদানের চেয়ে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানে সময় অনেক কম লাগে।
- **ব্যবহারিক জ্ঞান:** তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান ফলপ্রসূ। উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে তার ফলপ্রসূ ব্যবহার করতে পারে।
- **মূর্তকরণ:** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিমূর্ত বিষয় রয়েছে যেমন- সমাজ, সামাজিক সমস্যা, অক্ষ রেখা, সৌরজগত, বিষুব রেখা, বায়ুচাপ বলয় ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়ের মডেল, চার্ট ও চিত্র ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে বিমূর্ত থেকে মূর্ত করা যায়। মনে রাখতে হবে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনে শিক্ষা উপকরণ বিশেষভাবে সহায়ক।
- **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি:** শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ

বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষককে নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করতে হয়। এসকল উপকরণ কখনও স্বল্প মূল্যের, কখনও বিনামূল্যের, কখনও দুর্লভ আবার কখনও বা অপ্রতুল হতে পারে। যে কোন প্রকার শিক্ষা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষককে যে দিকগুলো বিবেচনা করা দরকার সেগুলো হল–

চিত্র: উপকরণ তৈরি

- শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা
- পরিকল্পিত উপকরণের উপাদানগুলোর সহজলভ্যতা
- যে সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপকরণটি ব্যবহার করা হবে তাদের সৃজনী প্রতিভা
- উপকরণটি শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে সহায়ক বা প্রাসঙ্গিকতা
- কৌশল বা পন্থা অনুযায়ী উপকরণটির সর্বাধিক ব্যবহারযোগ্যতা
- কম খরচে, কম সময়ে ও সহজে তৈরির সম্ভাব্যতা
- স্থানীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা
- উপকরণটি বিভিন্ন শ্রেণিতে ব্যবহারযোগ্যতা
- উপকরণটির দীর্ঘস্থায়িত্ব
- উপকরণটির সংরক্ষণযোগ্যতা
- উপকরণটির বহন সুবিধা
- উপকরণটির প্রতি শিক্ষার্থীদের কৌতূহল
- উপকরণটির বৈচিত্র্য
- বাস্তব বিষয়ের সাথে উপকরণটির সংশ্লিষ্টতা
- উপকরণটির সৌন্দর্য বর্ধনে করণীয়

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার

পাঠ উপস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রাণবন্ত করা, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও মূর্ত করে তোলা। শিক্ষা উপকরণ তৈরি এবং ব্যবহার করলেই যে উদ্দেশ্য সফল হবে একথা বলা যায় না। পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে উপকরণের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার । শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণি পাঠকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করার জন্য শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা উপকরণের জন্য পাঠ উপস্থাপন প্রক্রিয়া নয়। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা উপকরণ বেশি ব্যবহার করলে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনের সম্ভাবনা কমে যেতে পারে। সে বিষয়ে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে ।

চিত্র: উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন

যে শিক্ষা উপকরণ শিক্ষক শ্রেণিতে ব্যবহার করবেন সেটা সম্পর্কে পূর্বধারণা ও ব্যবহারের কৌশল জানা থাকলে উপকরণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় । শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বাছাই করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । উপকরণটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষককে উপকরণটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতন থাকতে হবে, সাথে সাথে উপকরণটি ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীদের কত বেশি সম্পৃক্ত করা যায় সেদিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে ।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পাঠ উপস্থাপনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে ব্যবহৃত উপকরণ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে উপকরণ যতই স্বল্পমূল্য, মূল্যবান বা অপ্রতুল হোক না কেন অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে । বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে–

- শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের পর নির্ধারিত কক্ষে নির্ধারিত স্থানে উপকরণটির প্রকৃতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে ।

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের উপকরণ

- দুর্লভ এবং মূল্যবান শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের কক্ষটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে ভাল হয় ।
- উপকরণ সংরক্ষণের কক্ষটি পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

- শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের কক্ষে সকলের অবাধ চলাচল বন্ধ করে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গের চলাচল নিশ্চিত করতে হবে ।
- তুলনামূলক আধুনিক ও মূল্যবান উপকরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে ।
- উপকরণ সংরক্ষণের কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র থাকতে হবে।
- যে সকল উপকরণ তুলনামূলক ভঙ্গুর ও পচনশীল সেগুলো আলাদাভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- কাঠ বা বাঁশের তৈরি উপকরণ যাতে পোকায় নষ্ট করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে ।
- তালিকাভিত্তিক (ক্যাটালগ) উপকরণ সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে।
- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আবহাওয়া, প্রকৃতি ও ঋতুবৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের উপরে নাম, সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সংরক্ষকের নামসহ একটি তালিকা তৈরি করে সংরক্ষণ কক্ষে রাখতে হবে।

শিক্ষা উপকরণের সংরক্ষণে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগারের ভূমিকা

পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞানের গবেষণাগারের (Laboratory) ন্যায় বর্তমান সময়ে ভাষা গবেষণাগার এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগারের ব্যবহার লক্ষণীয়। যদিও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগারের তেমন প্রচলন নেই, তবে অনেক উন্নত দেশে এর প্রচলন রয়েছে । একজন রসায়নের শিক্ষক যেমন শ্রেণি পাঠের ব্যবহারিক বিভিন্ন দিক গবেষণাগারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে শেখাতে পারেন তেমনি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষকের পক্ষেও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শনের বা ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগারে নিয়ে যেতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ আর গবেষণাগারের পরিবেশ এক হবার নয়, যার ফলে গবেষণাগারে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার বেশি ফলপ্রসূ হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অনেক শিক্ষা উপকরণ রয়েছে যেগুলো সহজে বহন করা যায় না কিংবা অল্প আঘাতে ভেঙে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে উপকরণ প্রদর্শন করলে বেশি ভাল হয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগারে তুলনামূলক নিরাপদে উপকরণ সংরক্ষণ করা যায়। এজন্য গবেষণাগারে পর্যাপ্ত আলোবাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উপকরণ সজ্জিত ও সংরক্ষণের জন্য গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারি, ড্রয়ার, তাক, বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদি থাকতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে যেন শিখন–শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় করা যায় তার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় গবেষণাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ গবেষণাগারে বিভিন্ন শ্রবণ ও শ্রবণদর্শন উপকরণ রেখে আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বন করে ফলপ্রসূ শিখনশেখানো কার্যাবলি পরিচালনা যায়। এটি শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নতুন সংস্করণ এবং এর দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলে উপকৃত হবে।

অধ্যায় ৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিখন–শেখানো পরিকল্পনা

ভূমিকা

শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষকের বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাৎসরিক, ষান্মাসিক, পাক্ষিক বা টার্মভিত্তিক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এ পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষক একটি পাঠ বা অধ্যায় শিখন-শেখানোর পরিকল্পনা করবেন। একটি পাঠ বা অধ্যায়ের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষকের এক বা একাধিক ক্লাস লাগতে পারে। বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষকের প্রাত্যহিক শিখন-শেখানোর মধ্য দিয়ে এসব পাঠ বা অধ্যায়ের শিখন সম্পন্ন হয়। শিক্ষকের এই প্রাত্যহিক শিখন-শেখানোর সার্বিক কার্যক্রমের রূপরেখাই হলো পাঠ পরিকল্পনা। দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন শিক্ষকের ফলপ্রসূ শিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক তাৎপর্য বহন করে। একবার যখন শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া আত্মস্থ করেন, তখন তিনি সহজেই বুঝতে পারেন যে, তার শিক্ষণে কী কী বিষয় বা দিক সবিশেষ গুরুত্ব পাবে। কী কলাকৌশল ও কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে অবলম্বন ও ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পাদনে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রদান করে। কার্যক্রম সম্পাদনে তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত থাকেন। পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া শ্রেণি শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে অন্য শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলেও পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। পাঠ পরিকল্পনায় বিভিন্ন পাঠগত অবস্থাধারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও শিখন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা। শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানার জন্য বেসলাইন মূল্যায়ন একটি কার্যকরী কৌশল।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বেহসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

বেইসলাইন মূল্যায়নের মৌলিক দিকসমূহ পেশাগত শিক্ষা ২য় খণ্ডে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এখানে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে কীভাবে বেসলাইন মূল্যায়ন করতে হবে তা জানবো। ১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান) সহায়িকায় বিষয় মিশ্রিতভাবে উপস্থাপিত হলেও শিক্ষাক্রমে সমাজ বিষয়ের জন্য সুস্পষ্ট শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত আলাদাভাবে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার আলোকে। বেসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান নির্ণয়ই মূখ্য। তাই বেইসলাইন মূল্যায়ন শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার আলোকে হলে শিক্ষার্থীর প্রকৃত পাঠগত অবস্থান জানা যায়। কিন্তু শ্রেণির জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সবগুলোকে ক্রাইটেরিয়া বিবেচনা করে বেইসলাইন মূল্যায়ন সময় সাপেক্ষ ও জটিল। সেজন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো থেকে বিশেষ বিবেচনাপ্রসূত স্বল্প সংখ্যক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে বেইসলাইন মূল্যায়ন করা হয়। বেইসলাইন মূল্যায়ন যেহেতু বছরের শুরুর দিকে সম্পন্ন হয় সেহেতু ১ম শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বেসলাইন মূল্যায়ন করা। ঠিক একইভাবে পূর্ববর্তী শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে পরবর্তী শ্রেণির বেইসলাইন মূল্যায়ন করতে হবে। ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য ৬টি করে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য ৮টি করে ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণপূর্বক বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক তৈরি করা এবং ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মূল্যায়ন টুলস তৈরি করে বেসলাইন মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

বেইসলাইন মূল্যায়ন অবশ্যই One to One অ্যাপ্রোচে করতে হবে। শিক্ষক একজন একজন করে শিক্ষার্থীকে কাছে এনে নির্ধারিত টুলস ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। নিচে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বেইসলাইন মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ

ছক ও ক্রাইটেরিয়াভিত্তিক মূল্যায়ন টুলসের নমুনা উল্লেখ করা হলো। এক্ষেত্রে ২য় শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে তথ্য সংগ্রহ ছকের ৬টি ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩য় শ্রেণির বেইসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক:

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	রোল নং	প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সম্পর্কে ধারণা	মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা করা	বাড়ি ও বিদ্যালয়ের কাজে অংশগ্রহণ	নৈতিক গুণাবলির চর্চা করা	জাতীয় সংগীত সম্পর্কে ধারণা	জাতীয় দিবস সম্পর্কে ধারণা

নিচের টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারলে সংশ্লিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। আর উত্তর দিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ঘরে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে।

বেইসলাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে ছকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থানের ৩টি দলে ভাগ করা। যেসকল শিক্ষার্থী ৬টির মধ্যে সর্বোচ্চ যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তারা একটি দলে, যারা ৬টির মধ্যে সর্বোচ্চ যেকোন ৪টির উত্তর দিতে পারবে তারা একটি দলে ও যারা ৬টি বা যেকোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তারা একটি দলে। এভাবেই শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জেনে সে অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যাবলিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া প্রয়োজন।

ক্রাইটেরিয়াভিত্তিক টুলস:

১। ছবির কোনগুলো প্রাকৃতিক উপাদান ও কোনগুলো সামাজিক উপাদান ?
২। তোমার ক্লাসের একজন বন্ধু ভুলে কলম আনেনি বলে লিখতে পারছে না। তুমি কী করবে ?
৩। বাড়ি বা বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার রাখার জন্য তুমি কী করবে ?
৪। বিদ্যালয়ে তুমি একটি কলম কুড়িয়ে পেলে। এখন তুমি কী করবে ?
৫। কোনটি আমাদের জাতীয় সংগীত ?/ আমাদের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন ?/ জাতীয় সংগীতের প্রথম ৪ লাইন গাও।
৬। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে কোন দিবস পালন করা হয়? / বিজয় দিবস কত তারিখে পালন করা হয়?

২য় শ্রেণির বেসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক:

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	রোল নং	পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা	মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা করা	পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে ধারণা	জাতীয় পতাকা সম্পর্কে ধারণা	জাতীয় সংগীত সম্পর্কে ধারণা	জাতীয় দিবস সম্পর্কে ধারণা

৪র্থ শ্রেণির বেসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক:

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	রোল নং	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা	মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা করা	শিশু অধিকার সম্পর্কে ধারণা	সমাজের পেশাজীবীদের সম্পর্কে ধারণা	নৈতিক গুণাবলির চর্চা করা	মহাদেশ ও মহাসাগর সম্পর্কে ধারণা	জাতির পিতা সম্পর্কে ধারণা	জাতীয় দিবস সম্পর্কে ধারণা

৫ম শ্রেণির বেসলাইন মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ছক:

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	রোল নং	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা	মিলেমিশে থাকা ও সহযোগিতা মূলক মনোভাব	নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা	সমাজের পেশাজীবীদের সম্পর্কে ধারণা	নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলির চর্চা করা	মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা	নিজ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা	নিজ দেশের ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা

নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়ার আলোকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে টুলস (প্রশ্ন) প্রণয়ন করে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

নমুনা পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণি : চতুর্থ

তারিখ:.................... থেকে .... পর্যন্ত (১৫ কার্যদিবস)

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পিরিয়ড সংখ্যা	শিখনফল	শিখন–শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল
অধ্যায়–১ আমাদের পরিবেশ ও সমাজ	৪/৪	১.১.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে। ১.১.২ মানব জীবনে এসব উপাদানের সম্পর্কের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	মাথা খাটানো, মন চিত্রায়ন, প্রশ্ন–উত্তর, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, শ্রেণিকরণ, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, সারসংক্ষেপকরণ ইত্যাদি ।	–বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি –বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের ছবি	–ছবি পর্যবেক্ষণ করতে দিয়ে –মৌখিক প্রশ্ন করে –ছক পূরণ করতে দিয়ে –প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়ে
অধ্যায়–২ সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা	৪/৪	২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, অঞ্চল নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার গুরুত্ব বলতে পারবে। ২.১.২ সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে। ২.১.৩ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলবে। ২.১.৪ সকলের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখাবে । ২.১.৫ সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে। ২.২.১ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় বলতে পারবে। ২.২.২ শ্রেণিকক্ষ, বাড়িতে ও আশপাশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তির চাহিদা চিহ্নিত করতে পারবে। ২.২.৩ বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য ও সহযোগিতা করবে (যেমন- শ্রেণিতে যার দেখার সমস্যা আছে তাকে সামনের সারিতে বসতে দিবে, যে শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাকে সহায়তা করবে ইত্যাদি)।	মাথা খাটানো, মন চিত্রায়ন, প্রশ্ন–উত্তর, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, শ্রেণিকরণ, রাউন্ড রবিন, তালিকাকরণ,পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, সারসংক্ষেপকরণ ইত্যাদি ।	–কর্মপত্র –পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬ এর ছবি –নারী ও পুরুষ কাজ করছে এরূপ কর্মক্ষেত্রের ছবি – পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮ এর ছবি –বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ছবি	–মৌখিক প্রশ্ন করে –লিখতে দিয়ে –ছক পূরণ করতে দিয়ে –মিল করতে দিয়ে
অধ্যায়–৩ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী(চাকমা,মারমা, সাঁওতাল	৬/৮	২.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম বলতে পারবে। ২.৩.২ চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও মনিপুরীদের সংস্কৃতি (পোশাক, খাদ্য ও উৎসব ইত্যাদি) বর্ণনা করতে পারবে। ২.৩.৩ শিশুরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ২.৩.৪ মূল ধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।	মাথা খাটানো, মন চিত্রায়ন, প্রশ্ন–উত্তর, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, শ্রেণিকরণ, রাউন্ড রবিন, তালিকাকরণ, সারসংক্ষেপকরণ ইত্যাদি ।	–বাংলাদেশের মানচিত্র –সংশ্লিষ্ট নৃ–গোষ্ঠীর মানুষের ছবি –কর্মপত্র –সংশ্লিষ্ট নৃ–গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের তথ্য সম্বলিত চার্ট বা তথ্যপত্র	–ছবি পর্যবেক্ষণ করতে দিয়ে –মৌখিক প্রশ্ন করে –ছক পূরণ করতে দিয়ে –প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়ে
পাক্ষিক মূল্যায়ন	১টি	উপরোক্ত শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে।		ছবি , প্রশ্নপত্র	মৌখিক, লিখিত

উপরোক্ত নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনায় ১৫ কার্যদিবসের কর্ম পরিকল্পনার বিভাজন দেখানো হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় ও অধ্যায়ে অর্ন্তভূক্ত বিষয়বস্তুর পাঠভিত্তিক বিভাজন শিক্ষক সংস্করণে উল্লেখ আছে। শিক্ষক সংস্করণে প্রদত্ত পাঠ বিভাজনকে বিবেচনা করেই নমুনা পাক্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নমুনা পরিকল্পনায় পিরিয়ড সংখ্যা কলামে উল্লেখিত ৪/৪ এর অর্থ হলো শিক্ষক সংস্করণে এ অধ্যায়টিকে যে ৪টি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে সে ৪টি পাঠই এখানে নেয়া হয়েছে। আবার পরবর্তী অধ্যায়ের ৪টির থেকে ৪টিই নেয়া হয়েছে। নমুনা পরিকল্পনার শেষ অধ্যায়টি শিক্ষক সংস্করণে ৮টি পাঠে বিভাজিত। পাক্ষিক পরিকল্পনায় প্রয়োজন ১৪ কার্যদিবসের জন্য ১৪টি পাঠ। পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটিতে ৪টি করে ৮টি পাঠ হয়েছে ,আর অবশিষ্ট ৬টি পাঠ নেয়া হয়েছে শেষ অধ্যায়ের ৮টি পাঠ থেকে। তাই শেষ অধ্যায়ের পিরিয়ড সংখ্যা ঘরে ৬/৮ লেখা হয়েছে। ১৫ কার্যদিবসের অবশিষ্ট ১ কার্যদিবস রাখা হয়েছে পাক্ষিক মূল্যায়নের জন্য।

বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য দিক

পাঠ পকিল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা আবশ্যক। সাধারণত এক বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলি অন্য বিষয় থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন– বাংলা বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলি গণিত থেকে ভিন্ন হয়। তদ্রূপ বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় থেকে আলাদা। এ কারণে পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ উপস্থাপন পর্বে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ভিন্ন হয়ে থাকে, যদিও পাঠ পকিল্পনার কাঠামোগত তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিশেষ কিছু শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষোপকরণ ইত্যাদির কারণে পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে যেসব দিক বিবেচনা করতে হবে তা হলো–

১. **শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাযথ শিখন অর্জন করার সুযোগ**
   শিক্ষার্থীর চিন্তা বা ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর চিন্তা বা ধারণা প্রকাশের সুযোগ রাখতে হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে **শি**ক্ষার্থীদের যথাযথ শিখন সম্ভব।

   - **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান ও তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ রাখা:** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদানে উৎসাহ প্রদান করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারবেন। এতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং শিখতে আগ্রহী হয়। এর ফলে তাদের শিখন প্রক্রিয়া অর্থপূর্ণ ও জোরদার হবে। শিক্ষার্থীদেরকে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা দিলে তারা তাদের নিজস্ব ধারণাগুলো অন্যদের সাথে আদান প্রদান করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। যেমন- তৃতীয় শ্রেণির অধ্যায় ৩ এ ‘আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব’ বিষয়ে সমাজে শিশুর বিভিন্ন অধিকার, অধ্যায় ৫ এ ‘মানুষের গুণ’ বিষয়ে মানুষের ভাল গুণ সম্পর্কে মতামত প্রদান করার সুযোগ রাখা যেতে পারে।
   - **শিক্ষার্থীদেরকে ডায়ালগ/বিতর্ক করার সুযোগ প্রদান করা:** শিক্ষার্থীর বোঝার ক্ষমতাকে বিকশিত করার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ইস্যুতে ডায়ালগ/বিতর্কের আয়োজন করা যায়। শিক্ষার্থী যত বেশি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে তত বেশি তার মধ্যে জানার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হবে এবং তত বেশি চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হবে। পঞ্চম শ্রেণির অধ্যায় ৮ এ ‘নারী-পুরুষ সমতা’ বিষয়ে নারী নির্যাতন, অধ্যায় ১০ এ ‘গণতান্ত্রিক মনোভাব’ বিষয়ে আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডায়ালগ/বিতর্ক কারর সুযোগ রাখা যেতে পারে।

- **শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তামূলক ও উন্মুক্ত প্রশ্ন করতে উৎসাহ প্রদান করা:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের চিন্তামূলক ও উন্মুক্ত প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থীর মতামতের ওপর অন্য শিক্ষার্থীদের অভিমত নেয়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করতে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকা উচিত।
- **প্রাথমিক ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দেয়া:** শ্রেণিকক্ষে কোন শিক্ষার্থী কোন ধারণার অবতারণা করলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে অন্য শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রমে রাখা যেতে পারে।
- **অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা:** শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। সেগুলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ রাখতে হবে। পাঠ পরিকল্পনায় পূর্বে জানা বিষয় বলার বা অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা

সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর উচ্চতর জ্ঞান স্তরের উন্নয়ন বা বিকাশ সাধিত হয়। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এর সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিশু সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি নীতি এবং আচার আচরণ সম্পর্কে অবগত হয় ও সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। এভাবে সে সামাজিক মানুষে পরিণত হয় এবং সমাজের একজন সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। শিশুর বিকাশের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ বা ভাষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন ধরনের বিভাজন না করে এবং সমাজে বসবাসরত সকল ধরনের জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা উচিত।

৩. শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ রাখা

শিশু তার পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে ও তার আচরণের পরিবর্তন হয়। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক স্তরে ছোট শিশুদের শিখন প্রক্রিয়াকে আরো বেশি কার্যকর করার লক্ষ্যে পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিতে হবে। পাঠ পরিকল্পনায় শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন বিষয় বাস্তবভাবে পর্যবেক্ষণ করে কোন কিছু শ্রেণিকরণ, সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতা এবং সে অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য এটি খুবই উপযোগী।

৪. সামাজিক শিখনের সুযোগ:

সামাজিক প্রেক্ষিতই শিখনের অনুঘটক। মানুষ একে অপরের নিকট হতে শিখে। মূলত পর্যবেক্ষণ, অনুকরণ ও মডেলিং এর মাধ্যমে একে অপরের নিকট হতে শিখতে পারে। মানুষ অনেক সময় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাঁকে আদর্শ মেনে অনেক কিছু শেখে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ভাল শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার্থীর বিভিন্ন গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের আচরণে পরিবর্তন আনবে।

সামাজিক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে-

- **পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি**

  শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণের সুযোগ রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের একে অপরের আচরণ পর্যবেক্ষণের পরিবেশও তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন, শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন দলীয় ও ব্যক্তিগত কাজ প্রদান করতে পারেন এবং প্রত্যেকটি দল বা ব্যক্তির কাজ উপস্থাপন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। দলীয় বা ব্যক্তিগত কাজ উপস্থাপনের আগে ও পরে শিক্ষার্থীদের আচরণে কোনরূপ পরিবর্তন হচ্ছে কিনা শিক্ষক সে দিকে নজর রাখবেন

- **মডেল হিসেবে উপস্থাপন**

  বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বাস্তব ধারণা প্রদান করার জন্য মডেল হিসেবে সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গকে শ্রেণিকক্ষে এনে তাঁদের নিকট থেকে সরাসরি জানার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিগত সময়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থী এ বিষয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করেছে তাদের একাডেমিক ফলাফল ও আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাঝে মাঝে আলোচনার করতে পারেন। ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীদের পাঠ অধ্যয়ন কৌশল সম্পর্কে শিক্ষক শেণিতে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীরা তাদেরকে মডেল হিসেবে গণ্য করে তাদের শিখন কৌশলসমূহ ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। শিক্ষক সমাজে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা তথা বিভিন্ন প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের উদাহরণও শ্রেণিকক্ষে প্রদান করতে পারেন। ঐ সমস্ত প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের জীবনী, তাঁরা কীভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি) আগ্রহী করে তুলতে পারেন। মূলত কীভাবে এ সমস্ত প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদান করেন এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রেখেছেন তার একটি চিত্র শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যেও আচরণিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

- **বাস্তবভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত**

  শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সমাজে ঘটে যাওয়া সমসাময়িক ঘটনাকে পাঠের সাথে সম্পৃক্ত কওে উপস্থাপন করতে পারেন। সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা করা এবং তার সাথে শ্রেণিকক্ষের আলোচিত নির্ধারিত পাঠ্যসূচিকে সম্পৃক্ত করলে শিক্ষার্থীরা তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্লেষণ ও দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হবে।

৫. বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বেশ কিছু পদ্ধতি এবং কৌশল অবলম্বন করা হয়। অধ্যায় ৩ এ পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষোপকরণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কতিপয় শিক্ষোপকরণ ব্যবহার অধিকতর ফলপ্রসূ এবং যুক্তিসংগত। যেমন-বাস্তব গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফল-ফুল, বিভিন্ন ছবি, চিত্র, চার্ট, মানচিত্র, গ্লোব, মডেল, ভিডিও প্রভৃতি শিক্ষোপকরণের ব্যবহার অধিক কার্যকরী। এ বিষয়ের পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শিখন-শেখানো কার্যক্রম অধিক আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করার জন্য উল্লিখিত শিক্ষোপকরণের মধ্য থেকে পাঠের সাথে সম্পর্কিত ও উপযুক্ত উপকরণটি শিক্ষককে বেছে নিতে হবে।

‘বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কী কী দিক বিবেচনায় আনতে হবে তা বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বিবেচ্য বিষয়সমূহ পাঠ্যাংশের আলোকে বিবেচনা করে প্রতিটি পাঠের জন্য পরিকল্পনা করাই হলো মূখ্য উদ্দেশ্য। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোগত কোনো ধরা-বাঁধা রূপ নেই। তবে এটাও ঠিক যে, শিখন শেখানো কাজটি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের ইচ্ছা বা খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অবশ্যই একটি যৌক্তিক ধারাক্রম অনুসরণ করতে হবে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তককে কতগুলো অধ্যায়ে ভাগ করে একেকটি অধ্যায়কে আবার কয়েকটি বিষয়বস্তুতে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়বস্তুকে কীভাবে ২টি পাঠে বিভাজন করে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে তা পাঠ্যপুস্তকে নির্দেশনায় ও শিক্ষক সংস্করণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। প্রতিটি পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখনফল অর্জন করবে, শিখনফল অর্জনের জন্য কতটুকু বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করবে, শিক্ষকের ভূমিকা

কী হবে, কত সময় ধরে শ্রেণি কার্যক্রম চলবে, কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি শিক্ষক সংস্করণে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমরা এবার পাঠ্যপুস্তকের একটি অধ্যায়ের একটি বিষয়বস্তুকে কীভাবে উস্থাপন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুকে কীভাবে ও কী উদ্দেশ্যে ২টি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করবো। এক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণির অধ্যায় ১ এর বিষয়বস্তু ২কে বিবেচনা করা হয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

২ মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী

অধ্যায় ১
বিষয়বস্তু ২ এর শিরোনাম

১৯৭১ সালের ১১ই জুলাই **মুক্তিবাহিনী** নামে একটি বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। উপপ্রধান সেনাপতি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

মুক্তিবাহিনীকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল :

- মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'কে' ফোর্স
- মেজর কে এম শফিউল্লাহ্র নেতৃত্বে 'এস' ফোর্স
- মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'জেড' ফোর্স

আবার যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। নিচে সেগুলো দেখানো হলো :

সেক্টর ১: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত।
সেক্টর ২: নোয়াখালী, কুমিল্লা, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ।
সেক্টর ৩: আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
সেক্টর ৪: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাইউকি সড়ক।
সেক্টর ৫: সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট ডাইউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চল।
সেক্টর ৬: ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাকুরগাঁও।
সেক্টর ৭: সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলা।
সেক্টর ৮: সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা।
সেক্টর ৯: সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।
সেক্টর ১০: অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম ও চালনা।
সেক্টর ১১: কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল।

এছাড়াও স্থানীয় ছোট ছোট যোদ্ধাবাহিনী ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তারা গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতেন। ৩০,০০০ নিয়মিত যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর নাম **মুক্তিফৌজ**। ১,০০,০০০ গেরিলা ও বেসামরিক যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এই মুক্তিফৌজ।

পাঠের মূল বিষয়বস্তু যা শিক্ষক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

৪

ক | এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. মুক্তিবাহিনীকে কেন নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল?

২. বাংলাদেশকে কেন ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

৩. তোমাদের অঞ্চলটি কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

৪. সেক্টর ১০ কে কীভাবে ব্যবহার করা হতো?

এ অংশটি মূলত শিক্ষার্থীদের কাজ। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণই এ কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার মাত্রা যাচাই এবং স্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য ব্যবহৃত হবে।

খ | এসো লিখি

মুক্তিবাহিনী কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা লিখে প্রকাশ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

গ | আরও কিছু করি

জেনারেল ওসমানী 'বঙ্গবীর' নামে পরিচিত ছিলেন।
১৯৭২ সালে চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে তোমরা আর কী কী জান?

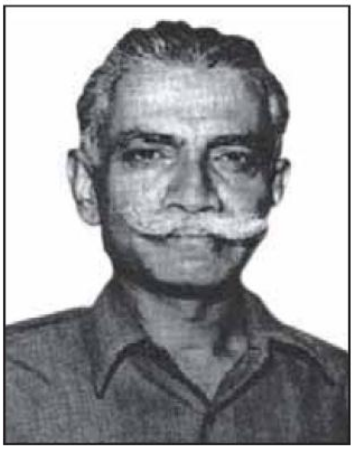

জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধান করার সুযোগ রাখা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে কিছু তথ্য সংযোজন করা আছে, প্রয়োজনে শিক্ষক আরও বেশি তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

ঘ | যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
মুক্তিবাহিনী ছিল .... ।

এ অংশে মূলত বিষয়বস্তু ২ পাঠদান শেষে মূল্যায়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। আরও প্রশ্ন বা অন্যভাবে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৫

শিক্ষক সংস্করণের সম্পূর্ণ একটি পাঠের স্ন্যাপশট পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করুন একটি পাঠের শুরুতেই **পাঠ শিরোনাম** রয়েছে। সাধারণত একজন শিক্ষকের নিজস্ব পাঠ পরিকল্পনায় প্রথমে পাঠ পরিচিতিমূলক তথ্যসমূহ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নাম, শিক্ষকের নাম, বিষয়, শ্রেণি, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, সময় ও তারিখ উল্লেখ থাকে। শিক্ষক সংস্করণ যেহেতু সকল শিক্ষকের জন্য তৈরি সেহেতু এখানে এ সকল তথ্য দেওয়া হয়নি। যাই হোক, পাঠ শিরোনামের পরে রয়েছে **শিখনফল;** এই শিখনফলসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম থেকে। শিখনফলের পরেই দেওয়া হয়েছে পাঠ পরিচালনায় কী কী **উপকরণ** দরকার হবে তার তালিকা। উপকরণের পরে আছে **শিখন-শেখানো কার্যাবলির** বিস্তারিত বিবরণ। শিখন শেখানো কার্যাবলির শুরুতেই শিক্ষক পূর্বপাঠের আলোচনা থেকে বর্তমানের পাঠে এসেছেন। তবে শিক্ষার্থীদের পাঠের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শিখন পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা, শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন করে কিংবা শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্কিত করেও আজকের পাঠে নিয়ে যেতে পারেন।

পাঠ ৩: মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী
পৃষ্ঠা ৪-৫

পাঠের শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে

শিখনফল :
১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল দেওয়া হয়েছে

শিখন উপকরণ :
৪-৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পর্যালোচনা করুন। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি কারণ ও শুরুর ঘটনা সম্পর্কে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইতে পারেন।

বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা জানতে

- শ্রেণিতে 'মুক্তিবাহিনী' ও 'মুক্তি[illegible]ফৌজ' শব্দ দুটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটি দিয়ে মুক্তিযু[illegible]দ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করা সকল সামরিক ও বেসামরিক মানুষের পুরো সংগঠন আর 'মুক্তি[illegible]ফৌজ' শব্দটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করা শুধু সামরিক বাহিনীকে বোঝানো হয়।

  এরপর বইয়ে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধের এগার[illegible]টি সেক্টরের মানচিত্রটি শ্রেণিতে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের মানচিত্রটি ভালোভাবে খেয়াল করতে বলুন। এরপর [illegible]তাদের জিজ্ঞাসা করুন-তাদের বিদ্যালয়টি যে স্থানে, তা মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন সেক্টরের অধীনে ছি[illegible]? সেই সেক্টর আশেপাশে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

পাঠ্য বই এর মানচিত্র ও সেক্টরের চার্ট পাঠের শিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে

পাঠের মূল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে

- শ্রেণিতে পৃষ্ঠা ৪ পড়ুন। পড়ার সময় এই পাঠে[illegible]বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন। যেমন পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থীরা বিভি[illegible] ফোর্স, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ, সেক্টর ইত্যাদি সম্পর্কে কী বুঝতে পেরেছে, ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে তা[illegible]াই করতে পারেন।

পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও পাঠচলাকালে মূল্যায়ন

ক| এসো বলি

- শ্রেণিতে 'এসো বলি' কাজটি করান। এই কাজটিতে বিষয়[illegible]২ থেকে ৪টি প্রশ্ন করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনুন। প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর[illegible] দেওয়া হলো-
  1. যুদ্ধের একটি কৌশল হিসেবে নিয়মিত যুদ্ধের পাশাপা[illegible]সামনা-সামনি আক্রমণে গেরিলা যুদ্ধকে কাজে লাগানোর জন্য মুক্তি[illegible]বাহিনীকে নিয়মিত বাহিনী ও [illegible]া বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল।
  2. বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ[illegible]করার পেছনে কারণ ছিল [illegible]যুদ্ধের একটি অঞ্চলভিত্তিক পরিচিতি ও সংগঠন গড়ে উঠেছিল।
  4. সেক্টর ১০ কে ব্যবহার করা হতো সাগ[illegible]ও জলপথে প্রতিরোধ [illegible]করার জন্য।

শিক্ষার্থীদের কাজ: শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

এই কাজটির ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি অঞ্চলভেদে আলাদা[illegible]ব।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে স[illegible]প পুনরা[illegible] করুন। নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য এবং মুক্তিযুদ্ধে উভয় বাহিনীর [illegible]া সম্প[illegible]য়ে বলুন।

পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন

পাঠ বিভাজন অনুযায়ী এ ২টি অংশ ১টি পূর্ণ পাঠের জন্য নিধারিত।

পাঠ ৪: মুক্তিযুদ্ধের সামরিক বাহিনী

পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :

১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪-৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সামরিক ও গেরিলা বাহিনী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। কিছু শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধের বাহিনী সম্পর্কে বলতে বলুন। এতে বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাও যাচাই করা সম্ভব হবে।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা মুক্তিবাহিনী গঠনে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা লিখবে। এই কাজটিতে মুক্তিবাহিনী গঠনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সামরিক বাহিনীর দুটি ভাগ- নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনজন ব্যক্তি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স-এর ভূমিকা লিখবে।

গ| আরও কিছু করি

- ✓ 'আরও কিছু করি' কাজটিতে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া নেই এমন কিছু তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। এটি মূলত একটি গবেষণাধর্মী কাজ। জেনারেল ওসমানী সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচে দেওয়া হলো-
- ✓ জেনারেল ওসমানী ১৯৩৯ সাল থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার) দায়িত্বরত ছিলেন।
- ✓ তিনি ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন।
- ✓ ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।
- ✓ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং এই বাহিনীকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে ভাগ করে দেন।
- ✓ তিনি জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান হিসেবে আমৃত্যু রাজনীতির সাথে সক্রিয় থাকেন।
- ✓ ক্যান্সারের চিকিৎসা গ্রহণকালে ১৯৮৪ সালে তিনি লন্ডনে মারা যান। তাঁর জন্মস্থান সিলেটে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ঘ| যাচাই করি

এই অংশের কাজটিতে মুক্তিবাহিনীর সংজ্ঞা দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। শব্দভাণ্ডারে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যা লেখা আছে তা এই বাক্যটির সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

পাঠ বিভাজন অনুযায়ী এ ৩টি অংশ ১টি পূর্ণ পাঠের জন্য নির্ধারিত।

আমরা শিক্ষক সংস্করণে প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে একটি পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো দেখতে পেলাম। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি পাঠের পাঠ পরিকল্পনায় নিচের উপাদানগুলি থাকা গুরুত্বপূর্ণ:

ক. পাঠ পরিচিতিমূলক তথ্য (শিক্ষক সংস্করণে নেই তবে শিক্ষকের নিজস্ব পাঠ পরিকল্পনায় থাকা দরকার)
খ. পাঠ শিরোনাম
গ. শিখনফল
ঘ. উপকরণ
ঙ. শিখন-শেখানো কার্যাবলি (এখানে উল্লেখ থাকবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর করণীয়)

- শিক্ষার্থীদের পাঠের জন্য প্রস্তুতকরণ /প্রেষণা সঞ্চার ও আজকের পাঠের সাথে সংযোগ স্থাপন
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পাঠের মূল তথ্য উপস্থাপন
- বিষয়বস্তু পঠন (শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্তৃক) ও পাঠ চলাকালে মূল্যায়ন
- শিক্ষার্থীদের কাজ

চ. মূল্যায়ন ও পর্যলোচনা (পরবর্তী পাঠের ব্যাপারে নির্দেশনাও থাকতে পারে)

ঠিক একইভাবে এই বিষয়বস্তুর ২য় পাঠ এসো লিখি, আরও কিছু করি ও যাচাই করি অংশের পাঠ পরিকল্পনা কীভাবে হবে এবং কীভাবে শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত হবে শিক্ষক সংস্করণে তা উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষক সংস্করণ হলো একটি গাইডলাইন। এ গাইডলাইন অনুসরণ করে শিক্ষক কর্তৃক অধিত আরও নানা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে পাঠ পরিচালনা করবেন। এ বিষয়টিও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ যে, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থানের ভিন্নতাকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

শিক্ষক সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে শিখন শেখানো কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে একটি কাঠামো চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত কাঠামো অনুসরণ করে এবং শিক্ষক সংস্করণের শিখনশেখানো কার্যাবলিকে ভিত্তি করে নমুনা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ,উপকরণ ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-১

বিদ্যালয়ের নাম: .... শিক্ষকের নাম:.............. শ্রেণি রোল নম্বর:..........	শ্রেণি: ৩য় বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সময়: ৪০ মিনিট তারিখ: ******

শিখনফল

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলোর নাম ও তারিখ **উল্লেখ** করতে পারবে।
- জাতীয় দিবসগুলো (শহিদ দিবস) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।
- জাতীয় দিবসগুলোর (শহিদ দিবস) **গুরুত্ব** বুঝবে ও এ উপ**লক্ষে** আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি		সময়
১. শুভেচ্ছা ও কুশলবিনিময় :	শ্রেণিক**ক্ষে** প্রবেশ করে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করব।	০৭ মিনিট
২.শিখন পরিবেশ সৃষ্টি:	গানের মাধ্যমে শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করব : " আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। ছেলে হারা শত মায়ের **অশ্রু** গড়া এ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।"	
৩. পূর্বজ্ঞান যাচাই :	শহিদ মিনারের ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করব। ১. ছবিটি কিসের? ২. আমরা এই গানটি বেশি করে কবে গাই? ৩. শহিদ মিনারে আমরা ফুল দেই কোন দিবসে?	
৪.পাঠ ঘোষণা :	প্রশ্নের উত্তরের সূত্র ধরে আজ আমরা আমাদের জাতীয় দিবস শহিদ দিবস সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করব ও পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখব "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস "।	

	শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখতে দিয়ে একাকী চিন্তা ও দলে আলোচনা করে ছবি সম্পর্কে বলতে দেব। ১. ছাত্ররা মিছিলে কীসের স্লোগান দিচ্ছে ? ২. মিছিলে গুলি করছে কে? ৩. ছবিতে সালাম,রফিক,জব্বার,বরকত,শফিউর- এরা বিখ্যাত কেন ? ৪. শহিদ মিনারে আমরা কী করি ?	২২ মিনিট
৫.বিষয়বস্তু আলোচনা :	–শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শোনাব। শিক্ষার্থীরা বই না দেখে আমার পড়া মনোযোগ সহকারে শুনবে। –অতপর নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা দিতে সহায়তা করব। ১. আমাদের শহিদ দিবস কত তারিখ ? ২. ভাষা শহিদদের জন্য কী নির্মাণ করা হয়েছে ? ৩. শহিদ দিবসে আমরা কী করি ? ৭. শহিদ দিবস কী দিবস হিসেবে স্বীকৃত ?	
৬.শিক্ষার্থীদের কাজ:	–শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করে 'এসো বলি' অংশটুকু পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় আলোচনা মাধ্যমে উত্তর তৈরি করতে দেব। এমনভাবে দলভাগ করব যাতে প্রত্যেক দলেই সব ধরনের শিশু থাকে। –আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল থেকে বলতে বলবো।	
৭.সারসংক্ষেপ বলা:	–অদ্যকার পাঠের সারসংক্ষেপ বলব। প্রয়োজনে চার্ট দেখাব।	
৮.শিখন অর্জন যাচাই:	শিক্ষার্থীদের পাঠ যাচাইয়ের জন্য একাকী নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে দেব ঃ ১. ২১শে ফেব্রুয়ারি কী দিবস ? ২. কীসের দাবিতে বাঙ্গালিরা ১৯৫২ সালে আন্দোলন করেছেন? ৩. শহিদ মিনার কেন নির্মাণ করা হয়েছে ? ৪. কয়েকজন ভাষা শহিদদের নাম বল ? ৫. শহিদ দিবসে কীভাবে আমরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ? ৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী ?	১০ মিনিট
৯.পরিকল্পিত কাজ:	শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে শহিদ দিবস সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করে আনতে বলব।	১মিনিট

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাঠের জন্য উপকরণ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাই, পাঠ গোষণা ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন ক্ষেত্রে কোন ধরনের উপকরন ব্যবহার হবে তা শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তুর আলোকে নির্ধারণ করবেন। সবসময়ই যে উপস্থাপনের শুরুতে উপকরণ প্রদর্শিত হবে তা নয়। বিষয়বস্তু আলোচনার সময়, দলগত কাজ করার জন্য ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেও উপকরণ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সেজন্য উপকরণ প্রদর্শন কার্যক্রমটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধাপে হবে তা নয়।

পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়নের চেকলিস্ট

মূল্যায়ন সূচক	হ্যাঁ	না	মোটামুটি
বিষয়বস্তু অনুসারে শিখনফল ও যোগ্যতা সঠিক ছিল কি না?			
বিষয়বস্তু অনুসারে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ঠিক আছে কি না?			
শিখনফল অর্জনের জন্য কাজগুলো সঠিক ছিল কি না?			
উপকরণ প্রাসঙ্গিক আছে কি না?			
যোগ্যতাভিত্তিক বা শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কি না?			
সৃজনমূলক কোনো কাজ ছিল কি না?			

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়নি। শিক্ষকের পাঠ পরিচালনায় সহায়তার জন্য আছে শিক্ষক সহায়িকা। ২০১১ সালে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে কিন্তু পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রচিত শিক্ষক সহায়িকা শিক্ষকদের হাতে এসে পৌঁছেনি। বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক সহায়িকা রয়েছে তা বেশ পুরানো, যা পরিবর্তিত বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোতে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে পাঠদান করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত যোগ্যতা/শিখনফল অর্জন অনেকটা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তাই শিক্ষকদের উচিত বিস্তৃত শিক্ষাক্রম থেকে উক্ত শ্রেণি দুটির জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও শিখনফল অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পাঠদান করা। পাঠ পরিকল্পনার উপস্থাপন পর্যায়ে উক্ত শ্রেণি দুটির ক্ষেত্রে পাঠ্যাংশ পঠনের কাজ থাকবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে লিখিত মূল্যায়ন তেমন প্রয়োজন নেই, মূল্যায়ন হবে মৌখিক ও কাজের মাধ্যমে। পাঠ পরিকল্পনায় দলীয় কাজ প্রদান করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। পাঠের বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষার্থীর কাছে আরো স্পষ্ট হয় এবং তারা যেন শ্রেণিতে সক্রিয় থাকে সে জন্য দলীয় কাজ নির্ধারণ করতে হবে। দল বা দলীয় কাজ কয়টি হবে তা নির্ভর করে পাঠের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর। দলীয় কাজে এমনভাবে শিক্ষক চিহ্নিত করবেন যেন শিক্ষার্থীরা চিন্তা ও আলোচনা করেই উত্তর বের করতে পারে। তবে সব পাঠে,সব শ্রেণিতে দলীয় কাজ প্রদান করতে হবে এমনটি নাও হতে পারে। অন্যদিকে সব পাঠেই, সব সময় পরিকল্পিত কাজ/ বাড়ির কাজ প্রদান করতে হবে এমনটিও নয়। শ্রেণি ও বিষয়বস্তুর কথা বিবেচনা করে এমন কাজ দিতে হবে যেন বাড়িতে শিশু শিক্ষার্থী একাই করতে পারে।

অধ্যায় ৬

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিখন অর্জন যাচাই (Assessment)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে (২০১১) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থী শুধু বিষয়বস্তুগত জ্ঞান নয়, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যেন অর্জন করতে পারে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষের অনুশীলন মূলত বিষয়জ্ঞান চর্চাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়; দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত শিখন চর্চার সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে এই দুইটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে সামাজিক দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় তা বিবেচনায় রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করবেন। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যম শিক্ষার্থী কী শিখেছে তা যাচাই করবেন। অর্থাৎ দুই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সামাজিকীকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। তার অনুসন্ধিৎসু মন অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। কোমলমতি শিক্ষার্থীর মনে যে কৌতূহল এবং আগ্রহের সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমে সে জাতীয় এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ফলে উন্নত জীবনযাপন ও সমাজের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে, আগ্রহের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে শিখন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পথ উন্মুক্ত করবে। শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষার্থীর জন্য কার্যকর মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনা করতে পারেন, সে জন্য এই মূল্যায়ন নির্দেশক বা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এই গাইডলাইন সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োগেও সহায়তা করবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের জন্য ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের কাঠামো অনুসরণ করবেন। আশা করছি মূল্যায়ন গাইডটি আপনার আস্থাকে সুদৃঢ় করবে এবং আপনি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন বা পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন। মনে রাখবেন এটি কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নয়।
- নম্বর বণ্টন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন।
- ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের কিছু নমুনা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নিজে আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করবেন।
- চেকলিস্ট অনুসরণ করে শিক্ষক প্রতি মাসে একবার করে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- বছরে তিনটি সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সাময়িকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বরের গড় সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বরের সাথে যোগ করবেন।
- সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবেন।

- যে সমস্ত বিষয় (নির্দেশক) বিবেচনা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করবেন, তার নমুনা দেওয়া আছে। শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, ধৈর্য এবং স্ততঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ শিক্ষক বিবেচনা করবেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।
- পাঠকে আনন্দময় করে তুলবেন এবং শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পাঠে সম্পৃক্ত করবেন, যাতে তার শিখন স্থায়ী হয়।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৩০% এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৭০% এবং ৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ২০% ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৮০% নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন দুইভাবে সম্পাদিত হবে। যথা, (১) ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (২) সামষ্টিক মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুয়ায়ী ৩য় - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তিনটি প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিস্তারিত নম্বর বিভাজন সারণি ১ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১: ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ১ম-২য়-৩য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*					সর্বমোট (ক)+(খ)	প্রান্তিক
	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	মোট (ক)	বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)		
					জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন			
৩য়	১৫	১০	৫	**৩০**	৩০	২০	১৫	**৫**	**৭০**	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১৫	১০	৫	**৩০**	৩০	২০	১৫	**৫**	**৭০**	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	**২০**	৩০	২০	২০	**১০**	**৮০**	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট** (ক)+(খ)
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	**বিষয়জ্ঞান**				মোট (খ)	
					জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন		
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	$\frac{\text{মোট প্রাপ্ত নম্বর}}{২}$	$\frac{\text{প্রাপ্ত গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$	৩০	২০	২০	১০	৮০	২০+৮০ = ১০০

৩য় - ৪র্থ শ্রেণির নম্বর বণ্টন

সারণি ১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট ১০০ নম্বর। ৩০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৭০ নম্বর সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য। ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকের সবক'টিতে এই দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন

৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য মোট ২০ নম্বর এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য মোট ৮০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। ৫ম শ্রেণির এই নম্বর বন্টন পদ্ধতি শুধু ১ম ও ২য় প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য। সারণি ১-এ বিস্তারিত নম্বর বিভাজন দেখানো হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক: এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই: এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের (৩য় - ৫ম শ্রণি) ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

শ্রেণিকক্ষে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা সারণি ২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক এই মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে শিক্ষক অনুশীলনের সময় কী মূল্যায়ন করবেন, কী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, কী টুলস বা উপকরণ বব্যবহার করবেন, এই সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই কাঠামোতে ৫টি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিনটি বৃহৎ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। এই তিনটি বড় ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে কী বিষয়বস্তু পাঠ করবে, কী শিখবে, তাদের শিখনের ধরন কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে বিবেচ্য বিষয় কলামে। শিক্ষক শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের সুনির্দিষ্ট আচরণ মূল্যায়ন করতে পারেন, তার একটি নমুনা তালিকা পরিশিষ্ট ১ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপকরণ বা টুলস : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন বা কাজের নির্দেশনা দেবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে উত্তর করবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসাবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট তৈরি করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামো থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। অবশেষে মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক'-এ লিপিবদ্ধ করবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ধারণা, নীতি, পদ্ধতি, তথ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানবে, বুঝবে বা অনুধাবন করবে এবং কোনো ধারণাকে নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সৃজনশীল হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করা হবে। শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ বা পাঠগুলোর শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যে শিখন উদ্দেশ্য/ফল অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো: ● জানা ● অনুধাবন ● প্রয়োগ ● উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাচাই করবেন তা হলো- ● **জানা/ স্মরণ করা :** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। ● **অনুধাবন :** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা। ● **প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন /অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য। ● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক মূল্যায়ন লিখিত মূল্যায়ন	● মৌখিক চেকলিস্ট ● লিখিত প্রশ্নপত্র/ চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ● দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্য চলাকালীন পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত করে শিক্ষক উপযুক্ত উপকরণ/টুলস আগেই তৈরি করবেন। ● বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক মৌখিক ও লিখিত চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে মৌখিক ও লিখিতভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেবেন। ● এই মূল্যায়ন পাঠের যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) সংঘটিত হতে পারে। ● শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করার পর শিক্ষক ফলাবর্তন দেবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ বিষয়জ্ঞান মুল্যায়নের নমুনা মৌখিক ও লিখিত চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ২ ও ৩ দেখুন।
সামাজিক দক্ষতা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক আচরণ পরিবর্তন হবে। তার সামাজিক গুণাবলি চর্চার ক্ষেত্রসমূহ প্রসারিত হবে। শিক্ষার্থী সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পরবর্তী অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বোধগম্যতা/শারীরিক শ্রম, পেশির ব্যবহার, ব্যবহারিক কাজ সম্পর্কিত শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সামাজিক দক্ষতা বিষয়ক শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবেন। যে বিষয়বস্তু বিবেচনা	● প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা, গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং পরিবেশের যত্ন ও রক্ষা করার দক্ষতা অর্জনে সামর্থ্য। ● পরিবেশদূষণ রোধ, দূষণের কারণ অনুধাবন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার দক্ষতা অর্জন। ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বাস্তব জীবনে চর্চা করার দক্ষতা অর্জন। ● সমাজে বিদ্যমান সব ধরনের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবঙ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা। ● মিলেমিশে থাকা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান, একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করার চর্চা করা, সহনশীল	**পর্যবেক্ষণ**	● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক পাঠের যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। এছাড়া প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন। ● শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
করতে হবে তা হলো - ■ পরিবেশবান্ধব আচরণ ■ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন ■ মিলেমিশে থাকা ■ দেশপ্রেম	হওয়া এবং সৌহাদ্য প্রকাশ করা। ● সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করার সামর্থ্য। ● গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলা এবং অনুশীলন করার দক্ষতা অর্জন। ● বাংলাশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা, ভালোবাসা এবং যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন। ● মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করা ও দেশকে ভালোবাসা এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সক্ষমতা অর্জন। ● রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও যত্ন করার ক্ষমতা। ● বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সামর্থ্য।			★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।
সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর কার্যকর পাঠ শিক্ষার্থীর স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হবে; শিক্ষার্থীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সংঘটিত ও উন্নত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার সামাজিক আচার-আচরণ, মর্যাদা ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবে। আর এ সবই শিক্ষার্থীকে একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সে মানুষকে মূল্য দিতে শিখবে এবং নিজের ও অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হবে। ■ পরিবেশবান্ধব ■ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার	● প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের বিষয়ে সচেতন এবং বাস্তব জীবনে অনুসরণ ও যথাযথ প্রয়োগ। ● পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতি তার দাায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনা সৃষ্টি। ● সকল পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ● মিলেমিশে থাকা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান, একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। ● ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখবে এবং ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে এড়িয়ে চলার মনোভাব সৃষ্টি হবে। ● বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি হবে। ভালোবাসবে এবং	**পর্যবেক্ষণ**	● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) শিক্ষার্থীর সামাজিক মুল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন। ● শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
■ মিলেমিশে থাকা ■ দেশপ্রেম	তা চর্চা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। ● দেশের প্রতি ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার মানসিকতা তৈরি হবে।			

৪.২ শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনুশীলন

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেসব কৌশলের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়, সেগুলো হলো শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্নোত্তর, শ্রেণিতে একক বা দলীয় কাজ, স্ব-মূল্যায়ন, জোড় মূল্যায়ন বা সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন, পাঠে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পাঠ চলাকালীন বা পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফিডব্যাক প্রদান ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, কৌতূহল ও নিজে থেকে প্রশ্ন করা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, দলগত কাজে সহযোগিতা। অনুসন্ধান/প্রোজেক্ট ওয়ার্ক/পরিকল্পিত কাজে দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফলের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর নির্দেশনা অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। এ মূল্যায়নের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন বা বিদ্যালয়ে পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কাজে সাফল্যের মাত্রার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করবেন।

৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের (৩য় - ৫ম শ্রেণি) সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

প্রত্যেক প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়ন একবার সংঘটিত হয়। শিক্ষকগণ সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যথারীতি এই কাঠামোতে ৫টি কলাম রয়েছে। যথা, মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ।

৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ক্ষেত্র হিসাবে শুধু বিষয়জ্ঞান বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন সংঘটিত হবে চার প্রকার শিখনফল বা শিখন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। শিখন ক্ষেত্রগুলো হলো - স্মরণ করা/জানা, অনুধাবন করা/বুঝতে পারা, প্রয়োগ করা এবং উচ্চতর শিখন দক্ষতা।

মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে লিখিত এবং টুলস হিসাবে লিখিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হবে। প্রশ্নপত্র রচনা করার সময় 'প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক' অনুযায়ী বিভিন্ন শিখন ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ধারণা, নীতি, পদ্ধতি, তথ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানবে, বুঝবে বা অনুধাবন করবে এবং কোনো ধারণাকে নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সৃজনশীল হবে। এ পর্যায়ে	শিক্ষক বিষয়জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন মূল্যায়ন/যাচাই করবেন তা হলো- ● **জানা/স্মরণ করা :** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। ● **অনুধাবন :** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে,	**লিখিত** প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে লিখিত মূল্যায়নের মাধ্যমে	● লিখিত প্রশ্নপত্র	শিক্ষক সামষ্টিক মূল্যায়নে বিষয়জ্ঞান যাচাই করার জন্য লিখিত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় নির্ধারিত শিখন ক্ষেত্রের (স্মরণ/জানা, অনুধাবন, প্রয়োগ,

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করতে হবে। শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ বা পাঠগুলোর শিখনফল অর্জনের জন্য বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন। শিক্ষক বিষয়জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন যে শিখন উদ্দেশ্য বা মূল্যায়ন ক্ষেত্রের ভিত্তিতে তা হলো : • জানা • অনুধাবন • প্রয়োগ • উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা। • **প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন / অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য। • **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য।			উচ্চতর শিখন) কোনোটি থেকে কয়টি প্রশ্ন রচনা করতে হবে তা প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক (সারণি ৪ ও সারণি ৫) অনুসারে নির্ধারিত হবে। ★ প্রান্তিক বা সাময়িকের নমুনা প্রশ্নপত্রের জন্য পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

৫.২ প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩য় - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শুধু বিষয়জ্ঞান যাচাই করা হবে। লিখিত প্রশ্নপত্রে প্রধানত তিন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যথা, (ক) নৈর্ব্যক্তিক, (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর, এবং (গ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন। সারণি ৪, সারণি ৫, এবং সারণি ৬-এ যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্নের সংখ্যা এবং বরাদ্দকৃত নম্বর বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪: ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান (৭০)								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা (৩০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা ১০%)			
	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর		
শূন্যস্থান পূরণ	৫	১							৫	৫
মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫
বহুনির্বাচনি	১	১	৯	১	৭	১	৩	১	২০	২০
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২	৩	২	৩	২			৮	১৬
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৪	১	৪	২	৪	১	৪	৬	২৪
সর্বমোট নম্বর		২১		২১		২১		৭		৭০

সারণি ৫: ৪র্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

<table>
<tr><th rowspan="3">প্রশ্নের ধরন</th><th colspan="8">বিষয়জ্ঞান (৭০)</th><th rowspan="3">মোট প্রশ্ন সংখ্যা</th><th rowspan="3">মোট নম্বর</th></tr>
<tr><th colspan="2">জানা (২০%)</th><th colspan="2">অনুধাবন (৩০%)</th><th colspan="2">প্রয়োগ (৩০%)</th><th colspan="2">উচ্চতর দক্ষতা (২০%)</th></tr>
<tr><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th></tr>
<tr><td>শূন্যস্থান পূরণ</td><td>৫</td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>৫</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>মিলকরণ</td><td>৩</td><td>১</td><td>২</td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>৫</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>বহুনির্বাচনি</td><td>২</td><td>১</td><td>১০</td><td>১</td><td>৯</td><td>১</td><td>৪</td><td>১</td><td>২৫</td><td>২৫</td></tr>
<tr><td>সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন</td><td>২</td><td>২</td><td>২</td><td>২</td><td>১</td><td>২</td><td></td><td></td><td>৫</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>বর্ণনামূলক প্রশ্ন</td><td></td><td></td><td>১</td><td>৫</td><td>২</td><td>৫</td><td>২</td><td>৫</td><td>৫</td><td>২৫</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট নম্বর</td><td>-</td><td>১৪</td><td>-</td><td>২১</td><td>-</td><td>২১</td><td>-</td><td>১৪</td><td>-</td><td>৭০</td></tr>
</table>

সারণি ৬* : ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

<table>
<tr><th rowspan="3">প্রশ্নের ধরন</th><th colspan="8">বিষয়জ্ঞান (৮০)</th><th rowspan="3">মোট প্রশ্ন সংখ্যা</th><th rowspan="3">মোট নম্বর</th></tr>
<tr><th colspan="2">জানা (২০%)</th><th colspan="2">অনুধাবন (৩০%)</th><th colspan="2">প্রয়োগ (৩০%)</th><th colspan="2">উচ্চতর দক্ষতা (২০%)</th></tr>
<tr><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th><th>প্রশ্ন সংখ্যা</th><th>নম্বর</th></tr>
<tr><td>বহুনির্বাচনি</td><td>১২</td><td>১</td><td>১৮</td><td>১</td><td>৬</td><td>১</td><td>৪</td><td>১</td><td>৪০</td><td>৪০</td></tr>
<tr><td>সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন</td><td>২</td><td>২</td><td>৩</td><td>২</td><td>৩</td><td>২</td><td></td><td></td><td>৮</td><td>১৬</td></tr>
<tr><td>বর্ণনামূলক প্রশ্ন</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>২</td><td>৬</td><td>২</td><td>৬</td><td>৪</td><td>২৪</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট নম্বর</td><td>-</td><td>১৬</td><td>-</td><td>২৪</td><td>-</td><td>২৪</td><td>-</td><td>১৬</td><td>-</td><td>৮০</td></tr>
<tr><td colspan="11">*নোট: এই প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনীর প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।</td></tr>
</table>

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করা। একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (৩য় - ৫ম শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: .... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১......** **বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন																সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*				
		বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	মোট	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	মোট	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	মোট						
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...			....	....
০১	-																		
০২	-																		
০৩	-																		
০৪																			
০৫																			

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{\text{৩}} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{\text{৩}}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

সামাজিক দক্ষতা

আমরা মৌখিক, ইশারা, ইঙ্গিত, পদক্ষেপ, অঙ্গভঙ্গি বা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিসুলভ যে দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, মিথষ্ক্রিয়া, ও কথপোকথন সম্পন্ন করি তাই সামাজিক দক্ষতা। মানুষ সামাজিক জীব এবং সে তার বার্তা, চিন্তা এবং অনুভুতি অন্যের সাথে বিনিময়ের বহু যোগাযোগ কৌশল আবিষ্কার করেছে। সামাজিক দক্ষতা হলো নিজের অনুভুতি প্রকাশের সামর্থ্য অথবা নিজের আগ্রহ ও ইচ্ছা অন্যের সাথে বিনিময়ের সামর্থ্য। সামাজিক দক্ষতার মধ্যে রয়েছে, গ্রহণের দক্ষতা (receiving skill), প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা (processing skill) এবং প্রেরণের দক্ষতা (sending skill)।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সংযোজিত বিষয়বস্তু (যেমন, নেতৃত্বদান ও গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি) এবং এর শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা চর্চার ক্ষেত্রসমূহ প্রসারিত করবে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতি-রেওয়াজ বা আচার-আচরণ কিভাবে সংঘটিত হবে তার একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে। মানুষের মৌলিক অধিকার, দেশপ্রেম, মানব মর্যাদা, যৌক্তিকতা, আত্মত্যাগ, সমতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অর্থাৎ, এসব উপাদানের বহিঃপ্রকাশ সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক মূল্যবোধকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন মূল্যায়ন করে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্তব্য-কর্ম নির্ধারণ করে, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। সামাজিক মূল্যবোধ সামষ্টিকভাবে কোনটি সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ তার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, লক্ষ্য, পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, ধারণা, অনুভূতি, প্রত্যাশিত আচরণ যাচাই ও মূল্যায়নে সামাজিক মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। তাই সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক আচার-রীতি ও নিয়ম-কানুনের স্থায়িত্বের সূচক এবং সামাজিক কাঠামো গঠনের একটি অনন্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সামাজিক রীতি-রেওয়াজ বা আচার-আচরণকে মূল্যায়ন করার প্রবণতা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয় কোনো নির্দিষ্ট সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস (ইতিবাচক বা নেতিবাচক), অনুভূতি এবং আচরণের মাধ্যমে। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, ভূমিকা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে অবদান রাখে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সংযোজিত বিষয়বস্তু (যেমন, মিলেমিশে থাকা, অন্যেও মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভালো-মন্দের পার্থক্য করা, ভালোকে গ্রহণ এবং মন্দকে পরিহার ইত্যাদি) এবং নির্ধারিত শিখনফলের অর্জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করবে। এর ফলে শিক্ষার্থী উন্নততর ও প্রত্যাশিত সামাজিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়নের বিভিন্ন শিখন ক্ষেত্রের অধীনে নির্বাচিত বিষয়বস্তু

বিষয়জ্ঞান				**সামাজিক দক্ষতা**	সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি
জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা		
• সংজ্ঞা দেওয়া • বলতে পারা • পুনরাবৃত্তি • লিপিবদ্ধ করা • তালিকা করা • তথ্য • ধারণা • প্রক্রিয়া • পদ্ধতি • নীতিমালা	• শনাক্ত করা • চিহ্নিত করা • ব্যাখ্যা করা • প্রকাশ করা • গণনা করা • উদাহরণ দেওয়া	• উপস্থাপন করা • শ্রেণীকরণ • প্রদর্শন • সমাধান • আবিষ্কার	• পরিকল্পনা করা • সুবিন্যস্ত করা • শ্রেণিবদ্ধ করা • কল্পনা করা • সংগঠিত করা • সমালোচনা • উপসংহার • ভবিষ্যদ্বাণী	• সচেতনতা • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • যোগাযোগ • নেতৃত্ব • দলীয় চেতনা • সহযোগিতা	• ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি • মুক্ত মানসিকতা • যাচাই প্রবণতা

পরিশিষ্ট ২: ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	**টুলস/ উপকরণ**	**নমুনা প্রশ্ন**
বিষয়জ্ঞান অধ্যায় : প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ (৩য় শ্রেণি)	মৌখিক চেকলিস্ট	• সমাজ বলতে কী বোঝ? • পরিবেশ বলতে কী বোঝ? • প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কী কী? • সামাজিক পরিবেশের উপাদান কী কী? • প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের ২টি গুরুত্ব বল? • সামাজিক পরিবেশের উপাদানের ২টি গুরুত্ব বল?
বিষয়জ্ঞান অধ্যায় : মিলেমিশে থাকি (৩য় শ্রেণি)	লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট	• বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কাদের বলা হয়? লিখ। • তোমার যে সহপাঠী কম শুনতে পায় তাকে কীভাবে সাহায্য করবে? লিখ। • সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার গুরুত্ব বর্ণনা কর। • কেন শারীরিক ও মানসিক অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের প্রতি সম-আচরণ করবে লিখ। • বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখ। • বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেন অংশগ্রহণ করবে?

পরিশিষ্ট ৩ : বিষয়জ্ঞানের (শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী) ধারাবাহিক মূল্যায়নের টুলসের উদাহরণ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান (৩য় শ্রেণি)

অধ্যায় : (ক) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ; (খ) মিলেমিশে থাকা; (গ) আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব; (ঘ) সমাজের বিভিন্ন পেশা

বিষয়জ্ঞানের শিখন ক্ষেত্র	**মৌখিক**	**লিখিত**
জানা	• প্রাকৃতিক পরিবেশের ৩টি উপাদানের নাম বল। • তোমার শ্রেণিতে কোন কোন ধর্মের মানুষ আছে? • শিশু অধিকার কয়টি ও কী কী? • পেশা বলতে কী বোঝ?	• আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথের যানবাহনের তালিকা তৈরি কর। • ৪টি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখ। • পরিবারে শিশু হিসাবে তুমি কোন কোন অধিকার ভোগ কর লিখ। • একজন জেলে কী কী কাজ করে লিখ।
অনুধাবন	• বৃষ্টি, নদী, মেঘ কোনো পরিবেশের উদাহরণ? • যারা কোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শেখে, তাদের কী বলা হয়? • শিক্ষার অধিকার কিসের মাধ্যমে পূরণ করা হয়, ২টি উদাহরণ দাও? • উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত ২টি পেশার নাম বল?	• মানুষের সৃষ্টি উপাদানগুলো কোন পরিবেশের লিখ? • বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কেন যত্ন করা প্রয়োজন? লিখ। • শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন? এক বাক্যে লিখ। • কী করলে পরিবারে অধিকার ভোগ করা যায়? লিখ।
প্রয়োগ	• গাছ, প্রাণী, বিদ্যালয়, রাস্তা কোন পরিবেশের উপাদান শ্রেণীকরণ করে বল। • বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর সাথে তোমার ১টি বৈসাদৃশ্য বল। • শিশু দিবস কীভাবে পালন করবে বল? • কাদামাটি, কাপড়- এই উপকরণ ব্যবহার করে কী তৈরি করা হয়? এদের মধ্যে ১টি সাদৃশ্য বল।	• গাছ, প্রাণী, বাড়ি, বিদ্যালয় কোনটি কোন পরিবেশের- তুলনামূলক আলোচনা কর। • সমবয়সীদের সাথে কী রকম আচরণ করবে? • পরিবারে শিশুর অধিকার অর্জনে তোমার ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা কর। • ডাক্তার এবং নার্সের কার্যক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লিখ।
উচ্চতর শিখন	• শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন- মতামত দাও। • অন্য ধর্মের কোনো বন্ধু ঈদ বা পূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করলে কী কী করবে? • পরিবারে ছোট/বড়দের প্রতি তুমি কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে– বিশ্লেষণ কর? • যারা সেবা দেন, তাদের পেশার প্রতি তোমার মনোভাব কী বল?	• শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন মতামত দাও। • মিলেমিশে থাকা- উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মনোভাব লিখ। • বিদ্যালয়ে ছোটদের প্রতি তোমার দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর। • যারা উৎপাদন করে, তাদের পেশার প্রতি তোমার মনোভাব লিখ।

পরিশিষ্ট ৪ : সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিক মূল্যায়নের টুলসের উদাহরণ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি* নমুনা টুলস : পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	
সামাজিক দক্ষতা (পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)	**সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি (পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)**
পরিবেশবান্ধব আচরণ • পরিবেশ দূষিত হয় এমন কাজ না করা। • বৃক্ষরোপণ করা ও গাছের যত্ন নেওয়া ও বন সংরক্ষণ করা। • নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা। • জলাশয়, খাল ও নদী নোংরা না করা।	পরিবেশবান্ধব আচরণ • পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। • সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সংরক্ষণে মুক্ত মানসিকতা। • পরিবেশের উন্নয়নে সহযোগিতার মনোভাব। • জীববৈচিত্র্য রক্ষার মানসিকতা।
দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা • নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা ও দায়িত্ব পালন করা • ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করা • অন্যের মতামতকে সম্মান করা • সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্মান করা • নিজেকে নিরাপদে রাখা, দুর্যোগ মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন	দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা • ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুকে সমান সুযোগ দেওয়া। • বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব। • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। • প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া। • দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতার মনোভাব।
মিলেমিশে থাকা • সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করা। • প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করা। • কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা। • নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা ও বাস্তবে প্রয়োগ করা।	মিলেমিশে থাকা • সকলের সাথে সহযোগিতার মনোভাব। • সকলের মতামতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব। • বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে মিলেমিশে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মনোভাব। • সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানসিকতা
দেশপ্রেম • মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানা এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। • জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। • জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। • দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	দেশপ্রেম • মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া। • জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। • দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। • দেশকে ভালোবাসা ও দেশের উন্নয়নে সহযোগিতার মনোভাব। • রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের মানসিকতা।
***শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা** সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক উপরের নমুনা চেকলিস্ট অনুসরণ করে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে পাঠের সাথে সংশ্লিষ্টতা বজায় রেখে আরও কিছু নমুনা চেকলিস্ট তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।	

৮.২ চেকলিস্ট ব্যবহারের নির্দেশনা

● শ্রেণিকক্ষে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজসহ পরিকল্পিত কাজ এবং শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য অনুশীলনে (নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, দলগত কাজে সহযোগিতা, পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদের পারগতা মূল্যায়ন করতে হবে।

● শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন মৌখিক প্রশ্নমালা বা খাতায় বা বোর্ডে লিখে কোনো প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেওয়া বা সমস্যার সমাধান করা অথবা চিত্র অঙ্কনের মতো অনুশীলন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।

পরিশিষ্ট ৫ : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র

১ম প্রান্তিক মূল্যায়ন

৩য় শ্রেণি

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

[**অধ্যায় :** ● প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ; ● মিলেমিশে থাকা; ● আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব; ● সমাজের বিভিন্ন পেশা]

সময় : ২ ঘণ্টা **পূর্ণমান : ৭০**

১. শূন্যস্থান পূরণ কর: (জানা) **৫ × ১ = ৫**

ক. মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি নিয়েই আমাদের .... পরিবেশ।

খ. একটি নাম পাওয়া শিশুর ....।

গ. প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম .... বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়।

ঘ. যারা মাছ ধরেন তাদের .... বলা হয়।

ঙ. উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত একটি পেশার নাম ....।

২. বাম পাশের কথার সাথে ডান পাশের কথার মিল কর : **৫ × ১ = ৫**

বাম পাশ	ডান পাশ
বিদ্যালয়ে আছে	শিক্ষা (অনুধাবন)
শিশুর মৌলিক অধিকার	খেলার মাঠ (জানা)
সমাজে প্রত্যেক পেশা	উপকরণ (অনুধাবন)
কুমার কাদামাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি তৈরি করেন	দায়িত্ব (জানা)
পরিবারের কাজে সাহায্য করা	গুরুত্বপূর্ণ (জানা)

৩. ১ নম্বর থেকে ২০ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরটির বাম পাশের বর্ণটি খাতায় লেখ। **২০ × ১ = ২০**

ক. কোনোটি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান? (জানা)

ক. বাড়ি খ. গাছ

গ. রাস্তা ঘ. সেতু

খ. সমাজ জীবনে আমরা কিসের উপর নির্ভরশীল (অনুধাবন)

ক. উৎসব খ. বাতাস

গ. ভবন ঘ. প্রকৃতি

গ. বাড়ি কেন সামাজিক পরিবেশের উপাদান? (অনুধাবন)

ক. দেখতে সুন্দর খ. অধিক মূল্য

গ. মানুষের তৈরি ঘ. অধিক স্থায়ী

ঘ. দেশের উন্নয়নে কাদের অবদান সমান? (অনুধাবন)

ক. পুরুষ খ. নারী

গ. নারী-পুরুষ ঘ. আত্মীয়স্বজন

ঙ. সমাজের উন্নয়নের মূলে কী রয়েছে? (অনুধাবন)

ক. পরিবেশ খ. মানুষ

গ. সরকার ঘ. বিদ্যালয়

চ. আমরা জলপথে কী ধরনের যানবাহন ব্যবহার করি? (অনুধাবন)

ক. বাস খ. ট্রেন

গ. স্টিমার ঘ. উড়োজাহাজ

ছ. সামাজিক বৈচিত্র্যের মাঝে মিলেমিশে বসবাস করতে পরস্পরের প্রতি কী থাকা প্রয়োজন? (অনুধাবন)

ক. সহযোগিতার মনোভাব খ. প্রতিযোগিতা করা

গ. তাকিয়ে দেখা ঘ. একসাথে কাজ না করা

জ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর একটি বৈশিষ্ট্য কী? (অনুধাবন)

ক. গান করা খ. একই নিয়ম মেনে চলা

গ. কোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শেখা ঘ. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা

ঝ. শিশুর মৌলিক অধিকার পূরণ করা কার দায়িত্ব? (অনুধাবন)

ক. পরিবার ও রাষ্ট্রের খ. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের

গ. শিশু, পরিবার ও সমাজের ঘ. শিশু ও সমাজের

ঞ. যারা কৃষিকাজ করেন, তাদের আমরা কৃষক বলি। এরা পেশাজীবীরা। এই পেশাজীবী সমাজে কী ধরনের কাজের সাথে জড়িত? (অনুধাবন)

ক. তৈরি খ. উৎপাদন

গ. সেবা ঘ. উপকরণ

ট. পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা কী করব? (প্রয়োগ)

ক. মালামাল পরিবহন করব খ. নদীনালা ভরাট করব

গ. বেশি করে গাছ লাগাব ঘ. রাস্তা খনন করব

ঠ. মিলেমিশে থাকার জন্য কী করব? (প্রয়োগ)

ক. বন্ধুদের বাড়ি থাকব খ. সকলকে সাহায্য করব

গ. লেখাপড়া করব ঘ. নিজের কাজে ব্যস্ত থাকব

ড. যারা চোখে কম দেখে, তাদের কীভাবে সাহায্য করব? (প্রয়োগ)

ক. খেলাধুলা করব　　খ. চুপচাপ থাকব

গ. সহায়তা করব　　ঘ. ছবি এঁকে দিব

ঢ. শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনে পরিবার কীভাবে দায়িত্ব পালন করেন? (প্রয়োগ)

ক. অসুখে সেবা-যত্ন করে　　খ. স্কুলে ভর্তি করে না

গ. কৃষিকাজ করে　　ঘ. বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে

ণ. প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য কীভাবে প্রভাব ফেলে? (প্রয়োগ)

ক. রোগ-ব্যধি কমে যায়　　খ. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়

গ. সমাজ-জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়　　ঘ. রাস্তা-ঘাট, যানবাহন বৃদ্ধি পায়

ত. বিদ্যালয়ে শিশু দিবস কীভাবে পালন করবে? (প্রয়োগ)

ক. গল্প করে　　খ. শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে

গ. চিকিৎসা করে　　ঘ. বড়দের শ্রদ্ধা করে

থ. পরিবারের প্রতি তোমরা কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে? (প্রয়োগ)

ক. খেলাধুলা করে　　খ. নিয়ম-কানুন মেনে চলে

গ. পড়ালেখা করে　　ঘ. জন্মনিবন্ধন করে

দ. নিচের কোনোটি সামাজিক পরিবেশের উদাহরণ? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক. পশু, বিদ্যালয়　　খ. সেতু, গাছ

গ. রাস্তা, বাড়ি　　ঘ. পাখি, সূর্য

ধ. সকলে মিলেমিশে থাকার জন্য কী করবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক. আনন্দে মেতে উঠব　　খ. একসাথে ঘুরে বেড়াব

গ. সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব　　ঘ. নাড়ু, মিষ্টি, ফল খাব

ন. খাদ্যের মৌলিক অধিকার কিসের মাধ্যমে পূরণ হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক. ভাত, মাছ　　খ. জামা, জুতা

গ. বইখাতা, পেনসিল　　ঘ. বাড়ি, বিছানা

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখ।　　৮ × ২ = ১৬

ক. ২টি শিশু অধিকারের নাম লিখ। (জানা)

খ. ২টি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখ। (জানা)

গ. নদী, মেঘ, খেলার মাঠ, দোকান কোন পরিবেশের উদাহরণ? (অনুধাবন)

ঘ. উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত ২টি পেশার নাম বল। (অনুধাবন)

ঙ. শিক্ষার অধিকার কিসের মাধ্যমে পূরণ করা হয়? (অনুধাবন)

চ. কীভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)

ছ. কীভাবে শিশু দিবস পালন করবে? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)

জ. কাদামাটি, সিমেন্ট উপকরণ ব্যবহার করে কী তৈরি করা হয়? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)

ঝ. শ্রেণিকক্ষে একে অন্যকে কীভাবে সহায়তা করবে? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)

ঞ. কোনো তারিখে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়? (জানা)

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো ৬টি প্রশ্নের উত্তর লেখ। ৬ × ৪ = ২৪

ক. পেশা বলতে কী বোঝ? যানবাহনের সাহায্যে আমরা কী করি? (জানা)

খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কেন যত্ন করা প্রয়োজন? (অনুধাবন)

গ. আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথের যানবাহনের তালিকা তৈরি কর। (জানা)

ঘ. শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন? (অনুধাবন)

ঙ. পরিবারে শিশু হিসাবে তুমি কোন কোন অধিকার ভোগ কর? (জানা)

চ. সমবয়সীদের সাথে কী রকম আচরণ করবে? (প্রয়োগ)

ছ. ডাক্তার ও নার্সের কার্যক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লিখ। (প্রয়োগ)

জ. বিদ্যালয়ে ছোটদের প্রতি তোমার দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর। (উচ্চতর দক্ষতা)

ঞ. একই শ্রেণিতে সমবয়সী হয়েও কেন একে অপরের থেকে আলাদা? (উচ্চতর দক্ষতা)

পরিশিষ্ট ৬ : সামষ্টিক মূল্যায়নের উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের নির্দেশনা

সামষ্টিক মূল্যায়নে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশনা (Rubics) অনুসরণ করতে হবে।

ক. শিক্ষক প্রশ্নটি কোন স্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা) তা নিরূপণ করবেন।

খ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরের লিখেছে কিনা তা নিরীক্ষা করবেন।

গ. সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করে নম্বর প্রদান করবেন। বরাদ্দকৃত নম্বরকে দুই ভাগ, চার ভাগ করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : মোট নম্বর ২। নিম্নের দুইটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রদত্ত উত্তর যাচাই করুন এবং উপযুক্ত নম্বর প্রদান করুন।

- ➢ চাহিদামতো সঠিক উত্তর প্রদান করলে পূর্ণ নম্বর প্রদান করতে হবে।
- ➢ আংশিক উত্তর প্রদান করলে আংশিক নম্বর প্রদান করতে হবে।

বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর: নিচের ৫টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রদত্ত উত্তর যাচাই করুন এবং উপযুক্ত নম্বর প্রদান করুন।

- ➢ যথাযথ সুস্পষ্ট ও সম্যক ধারণার প্রকাশ
- ➢ ভালো-মন্দ উভয় দিকের বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ➢ উদাহরণ প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ➢ যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ➢ উপসংহার/মতামত প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক) পূর্ণ নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Excellent) (৮০% - ১০০%)

- ➢ উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ৫টি থাকলে বা সামান্য ঘাটতি থাকলে।

খ) উচ্চ নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Proficient) (৬১% -৭৯%)

- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ৪টি থাকলে বা কিছু ঘাটতি থাকলে।

গ) মধ্যম মানের নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় (Developing) (৪৫%-৬০%)

- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ২/৩ থাকলে বা বেশ কিছু ঘাটতি থাকলে।

ঘ) নিম্নমানের নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় (Need help) (১% - ৪৪%)

- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ২/১টি থাকলে বা আংশিক উত্তর প্রদান করলে।

পরিশিষ্ট ৭: জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন–ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবন-যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে-মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবতে´ বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্ড়িক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সমনাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা ।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাচর্চা এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষা ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক-মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদকজাতীয় নেশাদ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

পরিশিষ্ট ৮: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি

১) আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা
২) শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা
৩) শিশুর সৌন্দর্য, নান্দনিকতাবোধ ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশে সহায়তা করা
৪) শিশুকে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা
৫) নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার, কৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এর চর্চায় উৎসাহিত করা
৬) নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতি-নীতি বিকাশে সহায়তা করা
৭) শিশুর স্থূল ও সূক্ষ্মপেশি তথা চলনশক্তির বিকাশে সহায়তা করা
৮) স্বাস্থ্যসচেতনতা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা
৯) শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা
১০) প্রারম্ভিক গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা
১১) পরিবেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারণ ও ফলাফল সম্পর্ক অনুধাবনে সহায়তা করা
১২) শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনীশক্তি বিকাশে সহায়তা করা
১৩) শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা এবং নিজের কাজ নিজে করতে উদ্বুদ্ধ করা ঢ)

আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা

১৪) শিশুকে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভাগাভাগি করতে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা
১৫) শিশুকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী করে তোলা ও মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করা
১৬) শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।

পরিশিষ্ট ৯: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ নিয়মিত হাঁটাচালা, দৌড়ানো, খেলা, শারীরিক কসরত ও বিভিন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা।
১.২ বিভিন জিনিস ধরতে, আঁকতে ও তৈরি করতে পারা।
১.৩ বিভিন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২.১ সামাজিক রীতি মেনে বড়দের সাথে যোগাযোগ ও আচরণ করতে পারা।
২.২ বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পারা।
২.৩ সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারা।
২.৪ আত্মসচেতন হওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারা।
২.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
২.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা।
৩.১ ভাব গ্রহণ (দেখা এবং শোনা) ও প্রকাশ (বলা বা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি) করতে পারা।
৩.২ পড়তে পারা (প্রাক-পঠন)।
৩.৩ লিখতে পারা (প্রাক-লিখন)।
৪.১ প্রাক-গাণিতিক ধারণা অর্জন করা।
৪.২ সংখ্যার ধারণা অর্জন করা।
৪.৩ সংখ্যা লিখতে পারা।
৪.৪ সংখ্যার তুলনা করতে পারা।
৪.৫ যোগের ধারণা অর্জন করা।
৪.৬ বিয়োগের ধারণা অর্জন করা
৫.১ চারু ও কারু কাজের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা।
৫.২ ছড়া, নাচ, গান, গল্প ও অভিনয়ের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারা।
৫.৩ দৈনন্দিন বিভিন কাজে নান্দনিকতার প্রকাশ করতে পারা।
৬.১ পরিবেশের বিভিন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারা।
৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারা।
৭.১ বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া।
৭.২ জড়, জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে জানতে পারা।
৭.৩ দৈনন্দিন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারা
৭.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা।
৭.৫ বিভিন্ন প্রকার যানবাহন সম্পর্কে জানতে পারা।
৮.১ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দৈনন্দিন কাজ করতে এবং খাবার ও বিশ্রামের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।
৮.২ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।

পরিশিষ্ট ১০: প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি

১. আল্লাহ্‌তায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিকবোধের উন্মেষে সহায়তা করা।

৩. বিজ্ঞানের নীতি-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৪. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।

৫. গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬. সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

৭. ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমত সহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব ও মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৯. প্রতিকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

১০. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।

১১. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সচেষ্ট করা।

১৩. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করা।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের জন্য **১৩**টি উদ্দেশ্যের মধ্যে **৯**টি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সংশ্লিষ্ট। এগুলো হলো-**১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩**।

পরিশিষ্ট ১১: প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।

২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।

৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৪. কল্পনা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশে আগ্রহী হওয়া।

৫. সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিকবোধের প্রকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সামর্থ্য অর্জন করা।

৬. প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা।

৭. বিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি এবং যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বিজ্ঞান মনস্কতা অর্জন করা।

৮. প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা

৯. বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা।

১০. বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহার করা।

১১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।

১২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।

১৩. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৪. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

১৫. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দেরপার্থক্য নিরূপণএবংতাবাস্তবজীবনে প্রয়োগকরা।

১৬. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।

১৭. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকত াঅর্জন করা।

১৮. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা।

১৯. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

২০. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।

২১. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।

২২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

২৩. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলায় ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ।

২৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব এবং জনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

২৫. শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।

২৬. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করা।

২৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

২৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ।

২৯. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ২৯ টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৪ টি প্রান্তিক যোগ্যতা (১৩, ২৪, ২৭, ২৯) 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়'বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এছাড়া আরো ১১ টি প্রান্তিক যোগ্যতা (১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০,২১,২২,২৩ ও ২৮) এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

পরিশিষ্ট ১২: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা

১. সমাজ, পরিবেশ ও পরিবেশের বিভিন উপাদান সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

২. বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ (নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে) সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা অর্জন করা।

৩. মৌলিক চাহিদা ও মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা।

৪. সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নিজের অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা এবং এগুলো অর্জন ও পালনে সচেতন হওয়া।

৫. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিচয়, যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করা।

৬. সকল পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া ও কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী হওয়া।

৭. পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

৮. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

৯. বিভিন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা এবং এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

১০. দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করা।

১১. পরিবেশ দূষণের কারণ জানা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা।

১২. জনসংখ্যা সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা।

১৩. পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন।

১৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা ও এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া।

১৫. বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও ভালোবাসা।

১৬. আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

পরিশিষ্ট ১৩: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	পরিকল্পিত কাজ	*শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা*
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে বড়দের সাথে যোগাযোগ ও আচরণ করতে পারা।	২.১.১ বড়দের সালাম-আদাব দেওয়ার অভ্যাস গঠন করবে।	ভূমিকাভিনয় ও অনুশীলন	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা*
		২.১.২ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে।	ভূমিকাভিনয় ও বাস্তব অনুশীলন, জোড়ায় জোড়ায় কাজ, চেইন ড্রিল	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (শিক্ষক রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন)*
		২.১.৩ শিক্ষক ও বড়দের সাথে ভাব বিনিময় (কথা বলা, অনুভূতি প্রকাশ করা) করতে পারবে।	দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে অনুশীলন	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (শিক্ষক রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন)*
	২.২ বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করতে পারা।	২.২.১ সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।	বিভিন্ন খেলা, কাজ (১.১.৩)	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা বিভিন খেলা ও কাজের বিবরণ*
		২.২.২ সহপাঠী ও সমবয়সীদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারবে।	বিভিন্ন খেলা, কাজ (১.১.৩), দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে অনুশীলন	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (শিক্ষক রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন)*
		২.২.৩ বিভিন্ন পর্যায়ে বন্ধু তৈরি করতে পারবে (বাড়িতে,স্কুলে, খেলার মাঠে) এবং দুই বা ততোধিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে।	জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, শেয়ারিং (অভিন্ন অংশীদারিত্ব/ পারস্পরিক বিনিময়)	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা*
	২.৩ সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.৩.১ নেতৃত্ব মেনে চলতে পারবে।	বিভিন্ন খেলা (১.১.৩), দলগত কাজ, শ্রেণির কাজে পালাক্রমে নেতৃত্ব দেওয়া ও নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার অনুশীলন	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (শ্রেণি ও দলনেতা পালাক্রমে নির্বাচিত হবে)*
		২.৩.২ নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন ও প্রদর্শন করতে পারবে।	ঐ	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা*
		২.৩.৩ ছোটখাটো দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবে।	বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা*
		২.৩.৪ মতের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মেনে নেওয়ার মনোভাব দেখাবে।	বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে	*শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা*

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	পরিকল্পিত কাজ	শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা
		২.৩.৫ সহপাঠীদের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে।	বিভিন্ন খেলা, কাজ ও ভূমিকাভিন্নয়ের মাধ্যমে	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (বিভিন্ন কাজের জন্য দল বিভাজন করার সময় শিক্ষক সচেতনভাবে তা করবেন) নেতিবাচক কোনো উদাহরণ, খেলা বা বিষয় পরিহার করতে হবে।
		২.৩.৬ পছন্দ ও অপছন্দ প্রকাশ করতে পারবে।	আলোচনা, চক্রাকারে আলোচনা, শ্রেণিকরণ, কার্ড গেম ইত্যাদি	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা কার্ড গেম
		২.৩.৭ সহযোগিতা ও ভাগাভাগির (শেয়ারিং) মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারবে।	২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৩.৮ বাড়ি, শ্রেণি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে।	অন্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, কমিউনিটি সদস্য, বিভিন্ন পেশাজীবীদের সম্পর্কে জানা, তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও বিভিন পরিবেশ সম্পর্কে জানা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৩.৯ অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন খেলা ও কাজ, ভূমিকাভিনয়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ভিডিও চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৩.১০ প্রয়োজনে অন্যের সহযোগিতা চাইতে ও অন্যকে সহযোগিতা করতে পারবে।	বিভিন খেলা ও কাজ, ভূমিকাভিনয়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ভিডিও চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৩.১১ জাতীয় সম্পদের প্রতি যত্নশীল হবে।	বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, গাছপালা ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল হওয়া (পানি ও বিদ্যুতের অপচয় না করা)	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (জাতীয় সম্পদের তালিকা তৈরি করতে হবে)
	২.৪ আত্মসচেতন হওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৪.১নিজের আবেগ অনুভূতি (যেমন : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ, ভয়, ভালোলাগা, মন্দলাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি) স্বাভাবিকভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবে।	ভূমিকাভিনয়, গল্প বলা, ছড়া ও গান, খেলা, ছবি, কথা, অঙ্গভঙ্গি	শিক্ষক সহায়িকা : চিত্রসহ নির্দেশনা

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	পরিকল্পিত কাজ	শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা
		২.৪.২ নিজের সম্পর্কে অন্যকে বলতে পারবে।	চেইন ড্রিল, জোড়ায় জোড়ায়, দলগত আলোচনা ও নিজ ও পরিবার সম্পর্কে বলা (নাম, বয়স, ঠিকানা, ভাই বোন, প্রিয় খেলা ইত্যাদি) ও চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৪.৩ নিজের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবে।	জোড়ায় জোড়ায়, দলগত আলোচনা, গল্প বলা, ছবি আঁকা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৪.৪ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হবে এবং তা পালন করতে পারবে।	শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজে নিজে খেলনা, বই ইত্যাদি গুছানো, জামার বোতাম লাগানো, দায়িত্ববোধ থাকা, দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হওয়া ও ধৈর্যসহকারে কাজে মনোনিবেশ করা, পালাক্রমে সকল শিশুকে ভালো ও সুন্দর কাজের জন্য সকলের উপস্থিতিতে বিভিনভাবে প্রশংসা করা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (দায়িত্বের একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে)
		২.৪.৫ আত্মসম্মানবোধ অর্জন করতে পারবে।	শিশুদের আঁকা ছবি ও অন্যান্য কাজ শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করা, প্রশংসা করা, বিভিন কাজে উৎসাহ দেওয়া, ভুল করলেও ইতিবাচকভাবে বোঝানো, শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা, গল্প শোনা ও বলা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (শিক্ষক পুরো বছর জুড়ে শিশুদের কোনো কারণে ভর্ৎসনা করবেন না, একজনকে আরেকজনের সাথে তুলনা করবেন না, তার কাজ ও সম্ভাবনাগুলোকে উৎসাহিত করবেন, প্রশংসা করবেন, শিশুদের অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন।) গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে
		২.৪.৬ যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযতভাবে প্রকাশ করতে পারবে।	খেলাধুলা, ভূমিকাভিনয়, মেডিটেশন/ধ্যান, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা (যেমন, রাগ হলে বা দুঃখ পেলে ঝগড়া ও মারামারি না করা)	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	পরিকল্পিত কাজ	শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা
		২.৪.৭ কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে মনোযোগ ও ধৈর্যসহকারে পুরো নির্দেশনা শুনবে।	নির্দেশনা পালন খেলা-একক ও দলগত (স্টেপিং গেম, পাখি ওড়ে-মাছ ওড়ে, হাত উঁচু-নিচু) রুটিন মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (নির্দেশনা পালন করার যোগ্যতার সাথে লিংক করতে হবে)
	২.৫ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	২.৫.১ ভুল করলে বা কাউকে কষ্ট দিলে দুঃখ প্রকাশ করবে।	ভূমিকাভিনয়, গল্প, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা, প্রাসঙ্গিক ভিডিও চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা) গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে, তালিকা তৈরি করতে হবে
		২.৫.২ ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে।	গল্প, শ্রেণিকরণ করা, কার্ড/ফ্লিপ গেম (যেখানে-সেখানে থুতু বা ময়লা ফেলা, কলার খোসা ফেলা, গাছের পাতা ও ফুল ছোঁড়া, নির্দিষ্ট পাত্রে ময়লা ফেলা)	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা কার্ড, ফ্লিপ গেম তৈরি করতে হবে। গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে তালিকা তৈরি করতে হবে।
		২.৫.৩ ভালো কাজের প্রশংসা করতে পারবে।	ভূমিকাভিনয়, গল্প, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা (যেমন: প্রশংসা করা, উৎসাহ দেওয়া, ভুল করলেও ইতিবাচকভাবে বোঝানো)	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ব্যবহার করা) গল্প সংগ্রহ/তৈরি করতে হবে, তালিকা তৈরি করতে হবে
	২.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা করা।	২.৬.১ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।	দৈনিক সমাবেশে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানানো, জাতীয় পতাকা আঁকা ও রং করা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (দৈনিক কাজ) ওয়ার্কবুকে আঁকা ও রং করার কাজ করবে।
		২.৬.২ জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে।	দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সংগীত গাওয়া	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (দৈনিক কাজ) পাঠ্যপুস্তক : জাতীয় সংগীত জাতীয় সংগীতের অডিও
		২.৬.৩ জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।	বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা (ছবি আঁকা, ছবির প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ) সম্ভব হলে শিশুতোষ ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র/চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৬.৪ সামাজিক ও লোকজ বিভিন উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।	সামাজিক ও লোকজ উৎসবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, ছবি আঁকা (জাতীয় ও স্থানীয় সামাজিক উৎসব উদ্‌যাপন করা, ছবি আঁকা, ছবির প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক কর্মকাে অংশগ্রহণ) সম্ভব হলে শিশুতোষ ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র/চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৬.৫ জাতীয় ও স্থানীয় পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাবার দাবার, ফল-মূল চিনবে ও এ	গল্প, ভূমিকাভিনয়, চার্ট, বাস্তব উপকরণ (যেমন খুশি তেমন সাজো)	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা অভিভাবক সভা ফ্লিপ চার্ট, ফল-মূলের মডেল পাঠ্যপুস্তক

		সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবে।		: ছবি/চিত্র

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	পরিকল্পিত কাজ	শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা
		২.৬.৬ স্থানীয় খেলায় উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।	অংশগ্রহণ ও আলোচনা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		২.৬.৭ স্থানীয়/লোকজ শিশুতোষ ছড়া, গান ও নাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে।	স্থানীয় ছড়া, গান, নাচে অংশগ্রহণ	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
৬. পরিবেশ	৬.১ পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারা।	৬.১.১ চারপাশের পরিবেশের বিভিন উপাদান (যেমন–ফুল, ফল, মাছ, পাখি, পশু, সূর্য, চাঁদ, গাছ, যানবাহন, মাটি, পানি ইত্যাদি) চিনতে ও নাম বলতে পারবে।	শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিবেশের বিভিন উপাদান পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ফ্লিপ চার্ট	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা ফ্লিপ চার্ট, পাঠ্যপুস্তক
		৬.১.২ ফসলের ক্ষেত, নদী, পাহাড়, বন, সমুদ্র চিনতে পারবে।	আঁকা ও বলার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার প্রকাশ, নিকট পরিবেশ, ছবি/চিত্র, পাজ্‌ল্‌, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, গল্পের বই (বিগ বুক-বার্ডস আই ভিউ), প্রাসঙ্গিক ভিডিও চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা গল্পের বই, পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক, পাজ্‌ল্‌
		৬.১.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন ঘটনা যেমন বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারবে।	আঁকা ও বলার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার প্রকাশ, ঘটনার তাৎক্ষণিক বা সমসাময়িক বর্ণনা, প্রাসঙ্গিক ভিডিও চিত্র	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (সম্ভব হলে যখন ঘটনা ঘটবে, শিক্ষক সেই সময়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করবেন) পাঠ্যপুস্তক : ছবি থাকবে
		৬.১.৪ নিজের, বাড়ির এবং বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র চিনবে এবং এগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে।	১.১.২, ৫.৩.২ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা, ভূমিকাভিনয়	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততার গল্প পাঠ্যপুস্তক : চিত্র/ছবি থাকবে ফ্লিপ চার্ট, ফ্যামিলি ট্রি/ বংশলতিকা
		৬.১.৫ পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয়দের (মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা-মামি, চাচা-চাচি, খালা-খালু, ফুপু ফুপা) সম্পর্কে বলতে পারবে।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, চিত্র আঁকা	শিক্ষক সহায়িকা: নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততার গল্প পাঠ্যপুস্তক : চিত্র/ছবি থাকবে ফ্লিপ চার্ট, ফ্যামিলি ট্রি/ বংশলতিকা
		৬.১.৬ নিকট পরিবেশের বিভিন প্রাণীর (৩টি) সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।	পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকরণ, উপস্থাপন, পাজ্‌ল্‌	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা
		৬.১.৭ বৈশিষ্ট্যের আলোকে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের পার্থক্য করতে পারবে।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভূমিকাভিনয়, চিত্র মিলকরণ	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (চলমান ঋতুর সাথে সম্পর্কিত করবে) পাঠ্যপুস্তক গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালের চিত্র
		৬.১.৮ দিনের বিভিন অংশ (সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত) আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভূমিকাভিনয়, চিত্র মিলকরণ	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা (চলমান সময়ের সাথে সম্পর্কিত করবে) পাঠ্যপুস্তক দিনের বিভিন অংশের চিত্র

শিখন ক্ষেত্র	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	পরিকল্পিত কাজ	শিখন শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের নির্দেশনা
	৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারা	৬.২.১ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবে।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, বাড়ি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা শ্রেণিতে অনুশীলন, দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ, আর্বজনা ফেলার পাত্র
		৬.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম অংশগ্রহণ করবে।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রজেক্ট ওয়ার্ক-বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা পরিবারের সম্পৃক্ততা
		৬.২.৩ গাছপালা ও পশু-পাখির প্রতি যত্নশীল হবে।	অভিজ্ঞতা বিনিময়, গল্প শোনা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক-বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	শিক্ষক সহায়িকা : নির্দেশনা গাছপালা ও পশুপাখি নিয়ে গল্পের বই, পরিবারের সম্পৃক্ততা

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক সামগ্রী

Aggarwal, J. G. (1993). Teaching of Social Studies. New Delhi: Vikas Publishing House.

Arends, R. I. (1994). Learning to Teach. New York: McGraw-Hill.

Become a Social Studies Teacher. http://www.alleducationschools.com

Barnett, Elizabeth, & Casper, Michele, (2001). A definition of "Social Environment". American Journal of Public Health, 91(3).465.

Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (Eds.) (2005). Preparing for a Changing World-What Teachers Should Learn and be Able to do San, Francisco: Jossey-Bass, CA.

de Melendez, W. R., Beck, V., & Fletcher, M. (2000). Teaching Social Studies in Early Education. Albany, NY: Delmar (Thomson Learning).

Dhand, H. (1992). Research in Teaching Social Studies. New Delhi: Ashish Publishing House.

Dean, J. (2009). Organizing Learning in the Primary School Classroom (4th ed.). New York: Routledge.

Dynneson, T. L., & Gross, R. E. (1999). Designing Effective Instruction for Secondary Social Studies (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill, Prentice-Hall, Inc.

Eby, J. W. (1992). Reflective Planning, Teaching, and Evaluation for the Elementary School. New York, NY: Macmillan Publishing Company.

Educational Development Centre (1998), Environmental Studies Teachers' Guide: Grade Five, Educational Development Centre, M Republic of Maldives.

Gardner, H. (1983), Forms of mind: The Theory of Multiple Intelligencies. New York.

Gess-Newsome, J., & Lederman, N. G. (Eds.) (2002). Examining Pedagogical Content Knowledge. New York: Kluwer Academic Publishers.

Higher Education Series (2002). Moral Education. KL: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.

How to Teach Children about obeying rules. http://www.ehow.com/how_7722300_teach-children-obeying-rules.htm

Islam Sirajul (1999) (Ed.) . History of Bangladesh (3 vols.). Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh (1704-1971).

Jarolimek, (1990). Social Studies for citizens of a strong and free nation. In Social studies curriculum planning resources. Washington, DC: National Council for the Social Studies).

J.C. Aggarwal (1993). Teaching of Social Studies A Practical Approach, Vikas Publishing House, New Delhi.

Janet Alleman and Jere Brophy (nd). Current Trends and Practices in Social Studies Assessment for the Early Grades, NCCS.

James A. Duplass (2008). Teaching Elementary Social Studies: Strategies, Standards, and Internet Resources, New York: Wadsworth Cengage Learning.

Kochar, S. K. (1983). Teaching of Social Studies. Kolkata: Sterling Publishers Private Limited.

Kochar S. K. (1993). Teaching of Social Studies, Streling Publishing Private Limited, New Delhi

Kumary, B. Veena, & Rao, Digumarty Bhoskara (2004). Methods Of Teaching Social Studies. New Delhi: Discovery Publishing House.

Lerner, J. W., & Johns, B. (2009). Learning Disabilities and Related Mild disabilities: Characteristics, Teaching Strategies, and New Directions (11th ed.). Boston, New York: Houghton Miffin Harcourt Publishing Company.

Lesson Plans.html. Lesson Plans and Teaching Strategies, Lesson Plans.html

Levstik, L. S., & Tyson, C. A. (Eds.), (2008). Handbook of Research in Social Studies Education. New York: Routledge.

Linda S. Levstik and Cynthia A. Tyson (2008). Handbook of Research in Social Studies Education. Routledge, NY.

Loughran, J. J. (1996). Developing Reflective Practice: Learning about Teaching and Learning through Modelling. London, Washington, D. C.: Falmer Press.

McCoy, K. M. (2009). Strategies for Teaching Students with Special Needs – Methods and Techniques for Classroom Instruction. Denver, Sydney, London: Love Publishing Company.

McKernan, J. (2008). Curriculum and Imagination – process, theory, pedagogy and action research. London and New York: Routledge.

Mclendon, J. C. (1965). Social Studies in Secondary Education. New York: The Macmillan Company.

Nelson, K. (1998). Developing Students' Multiple Intelligencies. New York: Scholastc.

Oliner, P. M. (1976). Teaching Elementary Social Studies – A Rational and Humanistic Approach. New York, Chicago: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

O'Malley Fran (2008). Index of Strategies for Teaching Social Studies.

Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice-Hall, Inc.

Sharma, R. K. (2007). Teaching of Social Studies. New Delhi: Lotus Press.

Saha, L., J., & Dworkin, A. G. (2009). International Handbook of Research on Teachers and Teaching (part 1 & 2). (Eds.). New York: Springer.

Seefeldt, C. (2005). Social Studies for the Preschool/Primary Child (7th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice-Hall, Inc.

Shaver, J. P. (Ed.), (1991). Handbook on Research of Social Studies – Teaching and Learning (A project of the National Council for the Social Studies). New York: Macmillan Publishing Company.

Strategies for Teaching Social Studies, http://www.udl.edu/dssep/strategies.html

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

Shulman, L. S. (1986b). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Taylor, R. L., Smiley, L. R., & Richards, S. B. (2009). Exceptional Students – Preparing for the 21st Century. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Virginia S. Wilson, James A. Little and Gerald Lee Wilson (1993). Teaching Social Studies: Handbook of Trends, Issues, and Implications for Future. New York: Greenwood Publishing Group.

Wolfgang, C. H. (2005). Solving Discipline and Classroom Management Problems – Methods and models for today's teachers. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Zinnah, M. A. (2010). Social Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge: A Case Study at General Secondary School level in Bangladesh. Unpublished Doctoral dissertation, Penang, Malaysia: The School of Educational Studies, University Sains Malaysia.

Rashid Haroun ER (1991), Geography of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh

Ain-O-Shalish Kendra. (2009). Human Rights in Bangladesh 2008, Dhaka: Ain-O-Shalish Kendra.

National Human Rights Commission, (2009), National Human Rights Commission Act 2009, Retrieved on November 27, from www.nhrc.org.bd/pdf/nhpc%20act%202009_L_pdf

National Human Rights Commission (2010a). Annual Report 2010

National Human Rights Commission (2010b)Regional Seminar on National Human Rights ommission in the Asia Pacific. Retrieved on November 27, from www.nhrc.org.bd/pdf/regsemrpt.doc% 20annex6.pdf

National Human Rights Commission, (2011), Strategic Plan-2010-2015. Retrieved on November 27, from www.nhrc.org.bd/pdf/human%20rightsStrategicplan.pdf

আহমেদ, এমাজউদ্দিন. (২০০৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশ লি., ঢাকা।

আহমেদ, এমাজউদ্দিন (২০০০), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন।

আহসান, মো. শামীম. কূটনীতিকোষ, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

আকন, আ. সালাম; আলী, মো. তাবারক এবং শহিদ উল্লাহ. সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

আক্তার, সেলিনা; খান, নাসিমা; বেগম, সৈয়দা ফেরদৌসি; সরকার, হীরামন এবং রায়, রঙ্গলাল (২০০৫), প্রাথমিক শিক্ষা পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আহাম্মেদ, নাসিরউদ্দীন ও তারেক, মোহাম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৯৩), উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, বাংলা

আলী মাসুদ ও আলম, নূরুল (১৯৯৩), বাংলাদেশের অর্থনীতি কাঠামো ও উন্নয়ন, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা

আলম, খুরশিদ (১৯৯৬), সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল. স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (২০০৩), বাংলাপিডিয়া-বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ৫ম খন্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৩৯-২৫৪।

ইসলাম, মো. নুরুল (২০১০), বাংলাদেশের ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (১৯৯৮), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (১৯৯৮), স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১ম, ২য় ও ৩য় পত্র), হাসান বুক হাউজ, ঢাকা

ইসলাম, মফিজুল (১৯৭৭), রাষ্ট্রতত্ত্ব, ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো, ঢাকা

এম. আর. আখতার মুকুল সম্পাদিত (১৯৮৮)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, এক খণ্ডে সংক্ষেপিত।

এন সি টি বি, মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান, এন সি টি বি, ঢাকা।

কামাল, মোস্তফা (১৯৮৭), ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন : ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.

করিম, আব্দুল (১৯৭৭), বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.), ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী।

করিম, নাজমুল (১৯৯৯), সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

কাদির, মোহাম্মদ নূরুল (১৯৯৭), দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, সিটি পাবলিশিং হাউজ লি. ঢাকা।

খান, কে. এম. রাইজউদ্দীন (১৯৯৬), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা. ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

খান, আব্বাস আলী (১৯৯৬), বাংলাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর, পৃ. ১৫৩।

ঘোষ, নির্মল কান্তি (১৯৯২), আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা

চক্রবতী, হিমাচল (অনুবাদ, মূল : টম বটোমের), (১৯৯৫), সমাজবিদ্যা তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা

চৌধুরী, আব্দুল মমিন, রহমান, মোকাদ্দেসুর, ও আলম, আকসাদুল (২০০১), উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাস (অর্থ সভ্যতা থেকে ১৫২৬), গাজীপুর, ঢাকা, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ, প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ (১৯৮৫), সমাজবিজ্ঞান শব্দশেষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১১), উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল, দ্বিতীয় পত্র। ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি.।

চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, আলী, মুহম্মদ আনসার, রহমান, লুৎফর ও বেগম, নাজনীন (২০১০), সামাজিক বিজ্ঞান (সপ্তম শ্রেণি), ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জোয়ারদার, সুবেশ চন্দ্র (২০০৬), বাংলাদেশের অর্থনীতি, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা দে, মনোরঞ্জন, জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, ফেমাস পাবলিকেশন্স, ঢাকা। ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ (১৯৯৭), আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্লো ব লাইব্রেরী (প্রা.) লি., ঢাকা। লতিফ, আবু হামিদ; হক, মো. মোজাম্মেল; আকন, আ. সালাম; হোসেন, মোকাদ্দেস (২০০০), সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। মন্ডল, রেবা ও মন্ডল, শাহজাহান (১৯৯৯), মানবাধিকার আইন, সংবিধান, ইসলাম ও এনজিও, ঢাকা : আলম বুক হাউস। মদিনা, কাজী, মালেক, আব্দুল, আক্তার, সেলিনা, মরিয়ম, মেহের ও জব্বার, মুহাম্মদ আব্দুল (২০০৩), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; আক্তার, সেলিনা; মরিয়ম, মেহের এবং জবাবার, মুহাম্মদ আব্দুল (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-তৃতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; মো. সুজা-উদ-দৌলা এবং মরিয়ম, মেহের (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজচতুর্থ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

মদিনা, কাজী, মালেক, আব্দুল, সুজা-উদ-দৌলা, মো. ও মরিয়ম, মেহের (২০০৪), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; মো. সুজা-উদ-দৌলা এবং মরিয়ম, মেহের (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজচতুর্থ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। মদিনা, কাজী; মালেক, আব্দুল; আক্তার, সেলিনা; মরিয়ম, মেহের এবং জবাবার, মুহাম্মদ আব্দুল (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-তৃতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। মালেক, আব্দুল (২০০০), সামাজিক শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। মারুফা, কাজী (২০১০), বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিক সমীক্ষা, ঢাকা : সুজনেষু প্রকাশনী। মাহমুদ সৈয়দ আলম (২০০৬), বাংলাদেশের অর্থনীতি, বই বিতান, ঢাকা। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ৩, ২০১১।

বেগম, রওশন আরা, শিকদার, আব্দুল হাই ও দাস, ক্ষণদা মোহন (২০০৯), মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান. ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। রউফ, কাজী আবদুর ও মাহমুদ, কাজী আবুল (২০১০), ফলিত ও ব্যবহারিক ভূগোল। ঢাকা : সুজনেষু প্রকাশনী। রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০১০), সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা : হাসান বুক হাউস। রহমান, মোহাম্মদ আরিফুর (২০১০), অর্থনৈতিক ভূগোল। ঢাকা : পারফেক্ট পাবলিকেশন্স। রহমান, মুহাম্মাদ হাবিবুর (২০০২), সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা। রশিদ, মো. হারুন অর; চক্রবর্তী, শুভাশীষ; ধর, উত্তম কুমার এবং মুখার্জী, নিরেশ চন্দ্র, (হফ), বহুমুখী মূল্যায়ন শিক্ষক সহায়িকা, এনসিটিবি, ঢাকা। রহিম, এম.এ. (১৯৭৬), বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা : ইস্টার্ন প্রিন্টিং পাবলিশিং অ্যান্ড প্যাকেজেস লিমিটেড
(নূরজাহান রহিম কর্তৃক প্রকাশিত)।

রহিম, মোহাম্মদ, চৌধুরী, আব্দুল মমিন, মোহাম্মদ, এ বি এম, ইসলাম, সিরাজুল (১৯৯৮), বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান। রহিম, এম. এ. (১৯৯৪), বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১১), প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১১, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১১), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। সুলতানা, সাবিহা; জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী; আক্তার, সেলিনা এবং রহমান, লুৎফুর (২০০৮), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-পঞ্চম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সেন, রঙ্গলাল (১৯৯৭), সমাজকাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, নিউ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা

সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, মুখোপাধ্যায়, মতিলাল ও বসু মৃন্ময়, (১৯৯৭), সমাজ দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিকেশন্স, কলকাতা।

সেন, রঙ্গলাল, নাথ, বিশ্বম্ভর কুমার (২০০৩), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, নিউ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা। সেন, রঙ্গলাল ও নাথ, বিশ্বম্ভর কুমার (২০০৭), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স। সুলতানা, সাবিহা; জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী; আক্তার, সেলিনা এবং রহমান, লুৎফুর (২০১১), পরিবেশ পরিচিতি সমাজ-পঞ্চম শ্রেণি,

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। সিংহ, রামকান্ত (২০০১), বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। সাগর, খুরশিদ আলম (২০০৬), বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা। সুলতানা, রেবেকা; বেগম, মাকসুদা এবং উদ্দিন, ইমতিয়াজ (২০০৯), বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান, ওয়াইড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

হক, মোহাম্মদ লুৎফুলও রহমান, মোস্তাফিজুর (১৯৯৭), বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ঢাকা। হক, মোহাম্মদ লুৎফুল ও রহমান, মোস্তাফিজুর (১৯৯৮), আধুনিক অর্থনীতি (ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি), বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ঢাকা।

খান, মো: আব্দুল আওয়াল ও আকতার, খুরশীদ (২০০০), ভূগোল শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ,ঢাকা

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (২০১৩), রাষ্ট্র বিজ্ঞান, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা

মালেক, আব্দুল ও খান, মো: লুৎফর রহমান (২০০০), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ,ঢাকা

রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ও অন্যান্য (১৯৯৮), বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

হোসেন, আশফাক (২০১২), বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা, জে.কে.প্রেস এন্ড পাব্লিকেশন্স, ঢাকা